لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪ তম বর্ষ ।। ৮ম সংখ্যা

৪ঠা জমাদিউল আওয়াল, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৬ই কার্তিক, ১৩৯৯ বাংলা ।। ৩১শে অক্টোবর ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৮ম সংখ্যা (৫ঃতম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফঃ ভিক্ষা বৃত্তি
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৪

অমৃত বাণীঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমু'আর খুতবা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৭

পাকিস্তান কুফুরী স্থান
জনাব আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্সী ২০

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত কি ও কেন ?
মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ২২

হাদীসুল মাহ্‌দী
আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ) ২৪

কবিতাঃ খন্দকার সালাহউদ্দীনের প্রয়াণে
জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী ২৬

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ১৯৯২-৯৩ সনের তালীম তরবীয়তী কর্মসূচী ২৭

কবিতাঃ মোরা খোদ্দাম
জনাব মোহাম্মদ আমানুল্লাহ ফিরোজ ৩১

ছোটদের পাতা
পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩২

সংবাদ

সম্পাদকীয় ৪০

(৪১ পাতার পর)

যারা দেশ বিদেশের খবর রাখেন তারা অবগত আছেন যে, গত ১৭ই অক্টোবর, '৯২ জামা'তের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কানাডাস্থ টরেন্টোর ম্যাপলেতে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি সুদৃশ্য মসজিদ উদ্বোধন করেছেন। ইহা উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম মসজিদ। এতে ২০০০ লোক একত্রে নামায আদায় করতে পারবে। এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রাশিয়ান সেটেলাইট ষ্ট্যাটসনার-৩ এর মাধ্যমে পূর্ব গোলার্ধে প্রচারিত হয়েছে যা ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে বাংলাদেশেও ঐদিন প্রায় রাত ১১-৩০টার দিকে (৮৫° ডিগ্রী পূর্ব) দেখা গেছে। মসজিদ উদ্বোধনের খবর মসজিদের ছবিসহ বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ দৈনিক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। সুতরাং মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবরা এ জামা'তকে অমুসলিম ঘোষণা করার যত বায়নাই ধরুন না কেন বিশ্বের দরবারে ও বিশ্ব স্রষ্টার দরবারে তা গৃহীত হবে না, হতে পারে না। বরং সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন দুনিয়া দেখবে আহমদীগণই সত্যিকারের মুসলমান।

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৪৫তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

৩১শে অক্টোবর, ১৯৯২ : ৩১শে ইখা, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১৬ই কার্তিক, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা—২

১৪৭। তুমি কি বনী ইসরাঈলের ঐ প্রধানের বিষয় অবগত হও নাই যাহারা মূসার পরে গত হইয়াছে, যখন তাহারা এক নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য কোন বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দাও যেন আমরা (তাহার অধীন হইয়া) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতে পারি?' সে বলিল, 'এমন তো হইবে না যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে তোমরা যুদ্ধ করিবে না?' তাহারা বলিল, 'আমাদের কি হইয়াছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ (৩০৬) করিব না, অথচ আমাদিগকে আমাদের গৃহ হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতেও (বঞ্চিত করা হইয়াছে)?' কিন্তু যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ যালেমদিগকে সবিশেষ জানেন।

৩০৬। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় বনী ইসরাঈল জাতি যে অবস্থায় ছিল, পরবর্তী কালে, এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সময়ে তাহাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া দৃষ্ট হয়। কুরআনের ৫:২৫ হইতে দেখা যায়, যখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার অনুসারীগণকে আদেশ ও উপদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্‌র খাতিরে, শত্রুদের সাথে তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন তাহারা উত্তর দিয়াছিল, তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুই জনেই যুদ্ধ কর; আমরা এখানে বসিয়া থাকিব। এই উত্তরের তুলনায়, বর্তমান আয়াতে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তারা হইল: আমরা যখন আমাদের বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, তখন কি কারণে আমরা আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধ করিব না? তবে এই উভয় উত্তরের মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা মৌখিক, কার্যতঃ নহে। কেননা যখন প্রকৃতই যুদ্ধের সময় হইল ও ডাক পড়িল, তখন দেখা গেল, তাহাদের বেশীর ভাগই ইতস্ততঃ করিয়া যুদ্ধ করিতে রাজি হইল না? এই ঘটনা মুসলমানদিগের জন্য এক বিরাট হুশিয়ারী উচ্চারণ করিতেছে যে, তাহারা যেন ঐ ইসরাঈলীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে।

২৪৮। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে (৩০৭) বাদশাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'সে কি প্রকারে আমাদের উপর হুকুমত লাভ করিতে পারে, অথচ তাহার চাইতে আমরা হুকুমতের বেশী হকদার, এবং তাহাকে এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয় নাই।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে এবং দৈহিক বলে অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাঁহাকে শাসনক্ষমতা দান করেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী।

৩০৭। 'তালূত' বনী ইসরাঈল জাতির একজন বাদশাহ, যিনি দাউদ নবী (আঃ)-এর দুইশত বৎসর পূর্ব এবং মূসা (আঃ)-এর দুইশত বৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুরআনের তফসীরকারগণের মধ্য কেহ কেহ তালূতকে 'সাউল বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা 'গিদিওনের' সহিত যতটা মিল খায়, সাউলের সহিত ততটা মিলে না (বিচার-কর্তৃগণের বিবরণ-৬-৮)। গিদিওন ১২৫০ খৃষ্টপূর্বে ছিলেন এবং বাইবেল তাহাকে সাহসী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (বিচারক-৬:১২) আর তালূত বলিতে তাহাই বুঝায়। কয়েকজন খৃষ্টান লেখক বলিয়াছেন যে, এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা দুইটি বিভিন্ন সময়ে দুইশত বৎসরের ব্যবধানে ঘটিয়াছে, অতএব, এই পরিচ্ছেদটিতে ঘটনা বর্ণনায় কুরআনের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ে ভ্রম পরিলক্ষিত হয়। পরিচ্ছেদটি দুই ভিন্ন সময়ের ঘটনাই উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সময়ের কোন অসঙ্গতি ঘটে নাই। কুরআনের বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হইল, ইহুদী জাতির বিভিন্ন গোত্রের বিচ্ছিন্নতা ছাড়াইয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য কিভাবে সম্পন্ন হইল, তাহা বর্ণনা করা। ঐক্য সাধনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল গিদিওনের (অর্থাৎ তালূতের) সময়ে, দাউদ (আঃ)-এর দুইশত বৎসর পূর্বে, আর তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় দাউদ (আঃ)-এর রাজত্ব কালে। "মূসা (আঃ)-এর পর" কথাটি পূর্ববর্তী কাছাকাছি সময়ে ঘটিয়াছিল। যখন ইসরাঈলীরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, তাহাদের কোন বাদশাহ ছিল না এবং তাহাদের কোন সেনাবাহিনীও ছিল না। তাহাদের দলাদলি ও বিশৃংখলার কারণে আল্লাহ্ শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে মিদিয়ানদের হাতে সমর্পণ করিলেন। মিদিয়ানরা সাত শত বৎসর ধরিয়া তাহাদের উপর লুণ্ঠন-নির্যাতন চালাইল এবং তাহারা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হইল (বিচারক-৬-৬)। এই অসহায় অবস্থায় তাহারা আল্লাহ্র কাছে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং তিনি তাহাদের মধ্যে এক নবীর আবির্ভাব ঘটাইলেন। গিদিওনের কাছে আল্লাহ্র এক ফিরিশ্তা আসিয়া তাহাকে বাদশাহ্ নিযুক্ত করিয়া স্বর্গীয় সাহায্যের আশ্বাস-বাণী প্রদান করিল। তখন গিদিওন আল্লাহ্কে বলিল, "হে আমার প্রভো! কিভাবে কি দিয়া আমি বনী ইসরাঈলকে বাঁচাইব? তুমি তো জান, আমি মানাশের এক গরীব পরিবারের লোক এবং আমার পিতার সন্তানদের মধ্যে আমি নগণ্য (বিচারক-৬-৫)। এই

কথাগুলি কুরআনের আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তালূতের বর্ণনার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। গিদিওন ও তালূত যে একই ব্যক্তি তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়, যখন দেখা যায় যে, গিদিওনের সময় সাউলের সময় এক নহে, ইসরাঈলীগণকে পানি দ্বারা কষ্ট দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। বাইবেলে প্রদত্ত এই বর্ণনা (বিচারক-৭:৪-৭) কুরআনের বর্ণনার সহিত একেবারে মিলিয়া যায়। বিচারক ৭:৪-৭ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, এই পরীক্ষার পরে গিদিওনের সাথে মাত্র তিন শত লোক অবশিষ্ট ছিল: ইহা এক চিত্তাকর্ষক ও কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, মহানবী (সাঃ)-এর একজন সাহাবী বলিয়াছিলেন, 'বদরের যুদ্ধে আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশত তের জন এবং এই সংখ্যাটি তালূতকে অনুসরণকারীদের সংখ্যার সমান'' (তিরমিযী বাবুস্ সিয়ার)।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করে যে, তালূত গিদিওন ব্যতীত অন্য কেহ নয়। তালূত ও গিদিওন যে একই ব্যক্তি তাহা গিদিওন শব্দটির অর্থ হইতেও প্রতিপন্ন হয়। এই শব্দটি যে হিব্রু ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অর্থ হইল 'কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া' 'কাটিয়া ফেলা' (যিউস এনসাই)। অতএব, গিদিওন অর্থ দাঁড়ায় 'যে ব্যক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাটিয়া ধরাশায়ী করে।'' এবং বাইবেলে গিদিওনকে মহাশক্তিধর সাহসী ব্যক্তিত্ব হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। (বিচারক-৬:১২) (ইংরাজী তফসীরে কবীর দেখুন)।

(৬ পাতার পর)

মরিয়া গিয়াছে তাহারা পুনরায় জীবিত হয়। খোদা বলিলেন, আমি তোমাকে ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ দিলাম। অতএব ঐ দাজ্জাল যাহার সম্পর্কে হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে সেই শয়তানকেই শেষ যুগে হত্যা করা হইবে। দানিয়ালও ইহাই লিখিয়াছেন এবং কোন কোন হাদীসও ইহাই বলিতেছে। যেহেতু খৃষ্টধর্ম শয়তানের চরম প্রকাশ, সেহেতু সূরা ফাতেহায় দাজ্জাল সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ নাই, কিন্তু খৃষ্টানদের অনিষ্ট হইতে খোদাতা'লার আশ্রয় চাওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। যদিও দাজ্জাল কোন পৃথক বিস্ময় সৃষ্টিকারী হইত তাহা হইলে কুরআন শরীফে খোদাতা'লার وَلَا الضَّالِّيْن (সূরা ফাতেহা: ৭) বলার পরিবর্তে وَلَا الدَّجَّال বলা উচিত ছিল; এবং يَوْمِ يُبْعَثُوْن আয়াতের অর্থ দৈহিক আবির্ভাব নহে। কেননা শয়তান কেবল ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানব জীবিত থাকিবে। হ্যাঁ, শয়তান নিজের পক্ষ হইতে কোন কাজ করে না বরং নিজের প্রকাশের মাধ্যমে করে থাকে। সুতরাং ইহা সেই বিকাশ যাহা এই মানুষকে খোদা বানাইয়াছে আর যেহেতু সে একটি দল, সেইজন্য তাহার নাম দাজ্জাল রাখা হইয়াছে। কেননা আরবী ভাষায় দলকেও দাজ্জাল বলা হয়। যদি দাজ্জালকে খৃষ্টধর্মের বিপদগামী উপদেশকারীরা (পাদ্রীরা—অনুবাদক) ছাড়া অন্য কাহাকে মনে করা হয় তবে ইহাতে অবশ্য একটি গোলমাল দেখা দিবে। তাহা এই যে, সকল হাদীস হইতে ইহাও জানা যায় যে, শেষ যুগে খৃষ্টধর্মের শক্তি সকল ধর্মের উপর জয়লাভ করিবে। অতএব এই গোলমাল ইহা ছাড়া কিভাবে দূর হইতে পারে যে, এই দুইটি (অর্থাৎ দাজ্জাল ও খৃষ্টধর্ম যাজকরা—অনুবাদক) একই বস্তু।

(ক্রমশ:)

হাদিস শরীফ

ভিক্ষা বৃত্তি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

لا يسئلون الناس الحافا (البقرة ٢٧٣)

অর্থাৎ তারা মানুষের নিকট নাছোর বান্দা হয়ে কিছু চায় না।

(আল্ বাকারা : ২৭৪)

হাদীস ঃ

من مسأل الناس ولا ما يغنيه جاء يوم القيامة و مسئلته فى وجهه خموش او خدوش او كدوح ترمذى

অর্থাৎ : অভাব পূরণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষের নিকট হাত পাতে কিয়ামতের দিবসে মানুষের কাছে হাত পাতার কারণে তাহার চেহারা, ক্ষত বিক্ষত হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস আমাদেরকে মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে। আজ আমাদের সমাজে অভাব অনটনের নাম দিয়ে সাহায্যের জন্য হাত পাতা যেন এক প্রথা হয়ে দাঁড়িছে। আর এই হাত পাতা এক এমন ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে সব কিছুই হালাল করে নেয়া হচ্ছে।

ইসলাম শ্রমের মর্যাদা দিয়েছে। বলে, তুমি চেষ্টা কর, তোমার প্রতিপালক তোমাকে লালন করবেন। তোমার অর্থ উপার্জনের পথ তোমাকেই খুঁজতে হবে। এমন কি যদি জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করতে হয় তা কর, কিন্তু হাত পেত না। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, উপরের হাত নীচের হাত হতে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করলেও মানুষের সামনে হাত পাতে না। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, জীবিকা যাপন করার মত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি মানুষের নিকট কিছু চায় তাহলে কিয়ামত দিবসে তার চেহারা ক্ষত বিক্ষত হবে। অর্থাৎ এই জগতে হাত পাতার দরুন যে ব্যক্তি নিজ সম্মান লুটিয়ে দিবে কিয়ামত দিবসে তার সম্মান অক্ষত থাকবে না। বরং নিজ কার্যকলাপের দরুন সে বিকৃত চেহারার অধিকারী হবে। আজকের যুগে ইসলামী জগতে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। আর আমাদের মধ্যে এই চেতনাবোধ জাগ্রত করতে হবে যে, শ্রমেই মর্যাদা। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের কথার উপর আমল করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

আরো একটি দুর্ভাগ্য এই যে, তাহারা এই আয়াতগুলির অবতরণের পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করে না। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতবিরোধ দূর করার জন্য কুরআন শরীফ মীমাংসাকারী রূপে ছিল যাহাতে ইহা তাহাদের মতবিরোধসমূহের মীমাংসা করে। তাহাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মীমাংসা করা ইহার উচিত ছিল। সুতরাং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে ইহাও একটি বিষয় ছিল যে, ইহুদীরা বলিত আমাদের তওরাতে লেখা আছে যাহাকে ক্রুশে চড়ানো হয় সে অভিশপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা খোদার দিকে যায় না। অতএব যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে মারা গিয়াছেন, সেহেতু তিনি খোদার দিকে যান নাই এবং আকাশের দরজা তাহার জন্য খোলা হয় নাই। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে খৃষ্টানেরা এই বিশ্বাস প্রচার করিত এবং আজো খৃষ্টানদের এই বিশ্বাসই আছে যে, হযরত ঈসা ক্রুশে জীবন দিয়া অভিশপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্য সকলকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই এই অভিশাপ স্বীয় স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সশরীরে নহে বরং এক নূতন ও গৌরবময় দেহসহ, যাহা রক্ত, মাংস অস্থি ও নশ্বর বস্তু হইতে পবিত্র ছিল, খোদার দিকে উঠানো হইয়াছে।* খোদাতা'লা

টীকা : যদি بل رفعه الله اليه আয়াতের এই অর্থ হয় যে, হযরত ঈসাকে সশরীরে আকাশে উঠানো হইয়াছে, তবে আমাকে কেহ দেখাও কুরআন শরীফে ঐ আয়াত কোথায় আছে যাহা বিরোধপূর্ণ বিষয়টি মীমাংসা করে অর্থাৎ যেখানে এই কথা লেখা আছে যে, মৃত্যুর পরে হযরত ঈসাকে মোমেনদের ন্যায় খোদার দিকে উন্নীত করা হইবে এবং মৃত্যুর পরে তিনি ইয়াহিয়া ও অন্যান্য নবীগণের সহিত মিলিত হইবেন? নাউযুবিল্লাহ, খোদা কি এই ধোকায় পড়িয়াছেন যে, মৃত্যুর পরে মোমেনদের যে আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণ হয় ঈসার এইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণের ব্যাপারে ইহুদীরা অস্বীকার করিত এবং খোদা অন্য কিছু বুঝিয়া লইয়াছেন? نعوذ بالله من هذا الافتراء على الله سبحان الله تبارك وتعالى

(অর্থ : আমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এই মিথ্যা রটনা হইতে তাঁহার আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ পবিত্র অতি বরকতময়—অনুবাদক)।

কুরআন শরীফে এই উভয় বিরুদ্ধবাদী দল সম্পর্কে এই মীমাংসা দিয়েছে যে, ঈসা ক্রুশে জীবন দিয়েছেন বা তিনি নিহত হইয়াছেন এবং ইহাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে, তিনি ওহুরাতের নির্দেশ অনুযায়ী অভিশপ্ত—ইহা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বরং তাঁহাকে ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে বাঁচানো হইয়াছে এবং মোমেনগণের ন্যায় তাঁহাকে খোদার দিকে উন্নীত করা হইয়াছে এবং যদ্রূপে প্রত্যেক মোমেন মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী খোদার নিকট হইতে একটি গৌরবান্বিত দেহ লাভ করিয়া তাঁহার দিকে উন্নীত হইয়া থাকেন, তদ্রূপে তাঁহাকে উন্নীত করা হইয়াছে এবং তিনি ঐ সকল নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, যাঁহারা পূর্বে গত হইয়াছেন। বিষয়টি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, যাহা তিনি (সাঃ) মে'রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বর্ণনা করেন। হুযুর (সাঃ) বলেন, যেরূপে অন্যান্য নবীগণের পবিত্র দেহ দেখিয়াছি সেইরূপেই হযরত ঈসাকেও তাঁহাদের রঙেই দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের সঙ্গে দেখিয়াছি এবং কোন ভিন্ন দেহে দেখি নাই।

সুতরাং এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ছিল যে, ইহুদীদের অস্বীকৃতি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণ সম্পর্কে ছিল। কেননা উহাই উন্নীতকরণ, যাহা অভিশাপের পরিপন্থী। কিন্তু মুসলমানেরা কেবল নিজেদের অজ্ঞতার দরুন আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণকে দৈহিক উন্নীতকরণ বানাইয়া দিয়াছে। নিশ্চয় ইহুদীদের এই বিশ্বাস নহে যে, যে ব্যক্তি সশরীরে আকাশে যাইবে না সে মোমেন নহে। বরং তাহারা আজ পর্যন্ত এই কথার উপর জোর দিয়ে থাকে যে, যাহার আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণ হয় না এবং যাহার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না, সে মোমেন হয় না। এইরূপে কুরআন শরীফেও বলা হইয়াছে لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ (সূরা আল্ আ'রাফ : ১৪)। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। কিন্তু মোমেনদের জন্য বলা হইয়াছে, مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْاَبْوَابُ (সূরা সাদ : ১৫)। অর্থাৎ মোমেনদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে। সুতরাং ইহুদীদের ঝগড়া ইহাই ছিল যে, নাউযুবিল্লাহ, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম কাফের। এই জন্য খোদাতা'লার দিকে তাঁহাকে উন্নীত করা হয় নাই। ইহুদীরা আজো জীবিত আছে। তাহারা মরিয়া তো যায় নাই। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, যাহাকে ক্রুশে চড়ানো হইয়াছে তাহার ফল কি এই হয় যে, সে সশরীরে আকাশে যায় না এবং তাহার দেহ খোদাতা'লার দিকে উন্নীত হয় না? অজ্ঞতাও একটি অদ্ভুত ধরণের বিপদ। মুসলমানেরা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন কোথাকার কথা কোথায় লইয়া গিয়াছে এবং একজন মৃত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। অন্যদিকে হাদীসসমূহে হযরত ঈসার আয়ু একশত বিশ (১২০) বৎসর নির্ধারণ করা হইয়াছে। ঐ একশত বিশ (১২০) বৎসর কি এখনো গত হয় নাই?

অনুরূপভাবে তাহারা নিজেদের অজ্ঞতার দরুণ কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহে গোলমাল সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। কেননা কুরআন শরীফ ঐ ব্যক্তিকে শয়তান সাব্যস্ত করিয়াছে, যাহার নাম হাদীসসমূহে দাজ্জাল রাখা হইয়াছে, যেমন তিনি শয়তানের পক্ষ হইতে গল্পের আকারে বলেন, قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (সূরা আল্ আ'রাফ : ১৫-১৬), অর্থাৎ শয়তান আল্লাহ্তা'লার নিকট আবেদন করিল যে, আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত ধ্বংস করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সকল মৃত ব্যক্তি যাহাদের হৃদয়

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পাতায় দেখুন)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

[মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত ১০-৬-৯২ তারিখের খুতবার বঙ্গানুবাদ]

অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা বাকারার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ٥ (البقرة ٢٦٦)

হুযুর (আইঃ) বলেন, জামাতে আহমদীয়ার এক আর্থিক বছর শেষ হলো এবং বর্তমানে ইহা আর এক নতুন আর্থিক বছরে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ ৩০শে জুন তো শেষ হয়েছে এবং পহেলা জুলাই হতে নতুন আর্থিক বছর শুরু হয়েছে। এই আর্থিক বছরের সাথে অন্যান্য আর্থিক বছরের কোন সামঞ্জস্য নেই। উদাহরণস্বরূপ তাহরীকে জাদীদের আর্থিক বছর অন্য সময় আরম্ভ হয় এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের আর্থিক বছরও অন্য সময়ে শুরু হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য তাহরীকাত রয়েছে যার আর্থিক বছর তখন থেকে শুরু হয় যখন হতে সেই তাহরীকাত শুরু হয়েছে। কিন্তু জামাতের সামনে পরিসংখ্যান তুলে ধরার জন্যে আমরা এই পন্থা অবলম্বন করেছি যে, গত এক বছরে আমাদের যা উসুলী হয়েছে তার বিশ্লেষণ করি যেন জামাতের সদস্যদের সামনে গত আর্থিক বছরের পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠে। অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের বছর যখনই শুরু হোক অথবা শেষ হোক তাহরীকে জাদীদের বছর গত হয়েছে। ইহার উসুলী এক বছরের উসুলী হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে যা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তবে ইহার পূর্বে কুরআন করীমের যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি উহার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ঐ সকল লোকের উদাহরণ যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজ অর্থ খরচ করেন। 'রাস্তার' উল্লেখ প্রবাদ বাক্য রূপে করা হয়েছে। উহার শাব্দিক অর্থ এই হয় যে, ঐ সকল লোকের উদাহরণ যারা ابتغاء مرضات الله আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজ অর্থ খরচ করে, কেবল সন্তুষ্টি নয় সন্তুষ্টিসমূহের জন্যে খরচ করে, খোদার সন্তুষ্টির ব্যাপকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এই আশা নিয়ে খরচ করে যে, হয়ত বা এই কুরবানীর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

যাই হোক সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যখনই তারা সুযোগ পায় তারা অর্থ ব্যয় করতে থাকে। وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ অর্থ খরচ করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের আত্মাকে শক্তিশালী করা। আপনারা ثَبَاتِ قَدَم (দৃঢ় পদক্ষেপ) শব্দটি শুনেছেন পুনঃ পুনঃ ব্যবহারও করে থাকেন। দোয়াতেও ثَبَات (সোবাত) শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। সোবাতের অর্থ হলো দৃঢ়তার সাথে অটল হয়ে যাওয়া। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তারা খরচ করে থাকে, ইহার দ্বারা তাদের আত্মা মজবুত হয় এবং দৃঢ়তা লাভ করে। তাদের উপমা এমন এক বাগানের ন্যায় যা এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এক উঁচু স্থানে অবস্থিত أَصَابَهَا وَابِلٌ এবং সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয় فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ এমতাবস্থায় ঐ বাগান যা এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হলেও তা ক্ষতির কারণ হয় না বরং দ্বিগুণ ফল দান করে। فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ যদি সেখানে মুসলধারে বৃষ্টি নাও হয় তথাপি শিশিরই সেখানের জন্য যথেষ্ট এবং তাতেই বাগানটি শস্য শ্যামলা হয়। وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এবং যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ্‌তা'লা সেই সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা।

এখানে মুমেনের (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচের দু'টি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। ইহা ছাড়াও এই ব্যাপারে (খরচ করার) অন্যান্য আয়াতে যে উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে তা ভিন্ন। আর সেগুলিকে বাতেল আখ্যা দেয়া হয়েছে—এমন উদ্দেশ্য যেখানে লৌকিকতা রয়েছে, খরচ করার পর কষ্ট দেয়া ও খেঁাটা দেয়া নিহিত রয়েছে। আরো কিছু আয়াতে বলা হয়েছে, যে খরচ এই উদ্দেশ্যেও করা হয়ে থাকে যে, অল্প দিয়ে সে অধিক গ্রহণ করবে। এই সকল উদ্দেশ্যকে কুরআন করীম বৃথা বলে উল্লেখ করেছে। এই সংক্রান্ত যে আয়াত পাওয়া যায় তাতে বলা হয়েছে তাদের উদাহরণ তো এইরূপ যেমন কোন শক্ত পাথরের উপরে অবস্থিত অল্প মাটির উপর কিছু ফসল হয়েছে এবং যখন সেখানে প্রবল বর্ষণ হয় তখন সেখানকার মাটিকে ফসলসহ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অতএব ইহা অস্থায়ী ও বৃথা কর্ম। (আল্লাহ্‌তা'লা) ইহাকে ثَبَات (অটল) এর বিপরীতে বর্ণনা করেছেন। অটল এমন এক অবস্থাকে বলা হয় যাকে কোন ভূকম্পন, পদস্খলন করতে অথবা ঝড় নিজের অবস্থান হতে স্থানচ্যুত করতে পারে না। অতএব উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে ব্যক্তি খরচ করে তার ফলে তাদের ফসল শ্যামলতা লাভ করে ও দ্বিগুণ ফল দান করে। কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় এবং খরা হয় তখন এইরূপ ভূমির জন্য শিশিরই যথেষ্ট। এমনকি পাতা ঝরার ঋতুতেও ইহা ফল দান করে কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় অথবা [illegible] হয় তখন এমন স্থানের জন্য শিশিরই অভাব পূরণ করে দেয়। কেননা এমন স[illegible] চু[illegible] জায়গা যার চিত্র কুরআন তুলে ধরেছে সেখানকার মাটি সাধারণতঃ পানিকে নিজেরে মধ্যে ধরে রাখে। সেখানে প্রবল বর্ষণের পানি সহসাই বয়ে যায় না যেমন কিনা পাতলা স্তরের মাটি থেকে ইহা সরে যায়। যেখানে মাটির স্তর পাতলা অথবা বালু মাটি যেখানে একদিন বৃষ্টি হলে পরের দিন তা শুষ্ক দেখায় কিন্তু পুরু মাটি ও শক্ত মাটি যদি উ[illegible] গায় থাকে সেখানে অধিক বৃষ্টিও ক্ষতিকর নয়।

পাহাড়ের উদাহরণে رَبْوَةٍ (রাবওয়া) শব্দটি রেখে আল্লাহ্‌তা'লা একটি বড় বিষয়বস্তু বর্ণনা করে দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি চিত্র এইরূপ তুলে ধরা হয়েছে যে, মুমেনের কুরবানী অত্যন্ত বড় মর্যাদা রাখে। তাদের মর্যাদা অনেক উপরে। তাদের কুরবানীর উদাহরণ এমন একটি বাগানের ন্যায় যা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যদি সাধারণ জমির উদাহরণ হতো তাহলে সেখানে প্রবল বর্ষণে সেই জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উত্তম ফসলও বেশী বর্ষণে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু যে ফসল পাহাড়ের উপরে অবস্থিত মাটিতে রয়েছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কেননা পাহাড় অতিরিক্ত পানিকে নীচে ঠেলে দেয়। বহমান পানিতে ফসলের ক্ষতি হয় না। সুতরাং যে সকল পাহাড়ে চা পাতার চাষ করা হয় তা এই জন্যে করা হয় যে, চায়ের গাছের জন্য বহমান পানির প্রয়োজন। যদি অল্পক্ষণের জন্যেও পানি দাঁড়িয়ে যায় তাহলে চা পাতার গাছ মরে যাবে। কিন্তু বহমান পানি থাকলে যতই প্রবল বর্ষণ হোক না কেন ক্ষতিকর নয়। কুরআন করীম একটি শব্দ رَبْوَةٍ (রাবওয়া— উঁচু জায়গা) ব্যবহার করে বিষয়বস্তুটিকে ব্যাপকতা দান করেছে এবং মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দিয়েছে। অর্থাৎ মুমেনের কুরবানীর মর্যাদা বর্ণনা করেছে ও তার সাথে দৃঢ়তাকেও জুড়ে দিয়েছে কেননা দৃঢ়চিত্ততায় পদস্খলন হয় না। কোন পরীক্ষাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। এখানে বৃষ্টির কথা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মধ্যম বর্ষণের উল্লেখ নেই বরং দুটি চূড়ান্ত অবস্থানের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মুষলধারের বৃষ্টির চূড়ান্ত অপরদিকে খরার চূড়ান্তের কথা বলা হয়েছে। যখন শুধু শিশিরের রূপে পানি পাওয়া যায়। দৃঢ়চিত্ততার সংজ্ঞা হলো, যেমন খোদার ফযলে প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া অবস্থায় মুষলধারে জীবনোপকরণ বর্ষণ হয় তখনও মুমেন পুণ্য কর্মে দৃঢ় থাকে। কোন পরীক্ষা তার ধর্মবিশ্বাস, ঈমান ও নিষ্ঠাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। অপরদিকে দারিদ্র্যের অবস্থায় অর্থাৎ দরিদ্র অবস্থায় যখন জীবনোপকরণ শিশিরের মত অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় এতদ্‌সত্ত্বেও মুমেনের ঈমান ও নিষ্ঠাকে সেই শিশিরই শক্তি দান করে। দারিদ্র্যের পরীক্ষা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এই দুই অবস্থায় যদি কোন জমিতে ফসল ফলতে পারে, তা হলো খোদার রাস্তায় খরচ করার জমি। সুতরাং কুরআন মজীদে এক জায়গায় আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, মুমেন হলো সেই ব্যক্তি যে প্রাচুর্যের সময়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে ও কষ্টের অবস্থাতেও খরচ করে। কুরআনের ভাষায় আমি এই সুন্দর উদাহরণটি তুলে ধরলাম। বস্তুতঃ দুঃখ কষ্টের সময়-কার খরচ ও প্রাচুর্যের সময়কার খরচ দু'টি একই বিষয়ের অন্তর্গত। মুমেনের দৃঢ়তা বলতে বুঝায় যে, সে সকল অবস্থাতেই খোদার হয়ে থাকে এবং খোদার জন্যেই কুরবানী করে থাকে।

ধন-দৌলত ও দৃঢ়তা সম্পর্কিত আরো একটি অর্থ হলো এই যে, ঐ সকল লোক যারা খোদার রাস্তায় খরচ করে থাকেন তাদের অন্যান্য জাগতিক পরীক্ষার সময় পদস্খলন ঘটে না এবং ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না তারা বাহ্যিকভাবে যতই নিষ্ঠার দাবী

করুক না কেন যখনই তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হয় তাদের পদস্খলন ঘটে তাদের পা পিছলে যায়। অতএব কোন মুমেন যদি নিজের ঈমানের হেফাযত করতে চায় এবং সে যদি খোদার নিকট এই দোয়া করে থাকে যে, তিনি যেন তাকে সকল অবস্থাতেই দৃঢ়তা দান করেন। এসব লোকের জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা পন্থা বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর তাহলে তোমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে, দুটোই নেক উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বান্দার সন্তুষ্টির কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। নিজ আত্মার নম্রতা ও হৃদয়ের আবেগজনিত কারণে খরচ করার কোন উল্লেখ নেই। এগুলো কিন্তু কোন মন্দ বিষয় নয়। খোদাতা'লা মন্দ বিষয়সমূহের মধ্যে এগুলোর উল্লেখ করেন নি। আমার বক্তব্যের অর্থ হলো এই যে, অনেক সময় মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্যে খরচ করে। অনেক সময় গরীবের প্রতি দয়াপরবশ হবার কারণে বাধ্য হয়ে খরচ করে। এই খরচও উত্তম কিন্তু যেহেতু ইহার প্রতিদান মানুষের নিজস্ব আত্মতুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নেই এজন্যে এর উল্লেখ করা হয় নি। অপরদিকে অযথা খরচের মধ্যেও ইহার উল্লেখ নেই। প্রশ্ন উঠে, তাহলে এ দু'টি বিষয় কেন বেছে নেয়া হয়েছে? তা এজন্যে যে, উপরে বর্ণিত দু'টি উদ্দেশ্যে অর্থ খরচ করাই হলো প্রকৃত খরচ যদ্বারা খোদার সন্তুষ্টির মাধ্যমে পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। ইহা ছাড়া আর কোন এমন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় নি যেখানে অর্থ খরচ পুণ্যের অধিকারী হওয়া যাবে।

(অর্থ) খরচ করতে চাইলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্বেষণ কর। বান্দার সন্তুষ্টি চেও না। নিজ আত্মীয়ের সন্তুষ্টি চেও না। অন্য কোন সন্তুষ্টি যেন মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়। مرضات الله (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি) যেন মুখ্য উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যেন পাওয়া যায়। (অর্থ) খরচ করার সময় মানুষ বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় খরচ করে থাকে এবং সেই অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ভিন্ন ভিন্ন সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। বাহ্যিকভাবে খরচ তো একই কিন্তু (অর্থের) কুরবানীর সাথে যে নিয়্যত ও আবেগ জড়িয়ে থাকে তা খরচের ধরণের পরিবর্তন ঘটায়।

আপনিও নিজ চাঁদা প্রদানের প্রতি চিন্তা করে দেখুন কখনও কোন চাঁদা খোদার বিশেষ সন্তুষ্টির জন্যে কোন বিশেষভাবে পেশ করা হয়। কখনও আরেকটি চাঁদা খোদার অপর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ভিন্নভাবে পেশ করা হয়। কখনও এরূপ অবস্থায় পেশ করা হয় যে, সন্তানগণ ক্ষুধার্ত, অভাবী, কাপড়ের প্রয়োজন এবং সে জানে যে, তার সন্তানগণ ভীষণ অভাবী সেই সময়েও সে খোদার জন্য কিছু না কিছু বাঁচিয়ে নেয় (ও খরচ করে)। ইহা সন্তুষ্টি অর্জনের এক ভিন্ন ভংগী। একজন ধনী ব্যক্তি যার কাছে প্রচুর ধন-দৌলত আছে। সে বিনিয়োগ করতে পারে ভালো সুযোগও হাতে আছে। কিন্তু সে বিনিয়োগের

ইচ্ছাকে পূর্ণ না করে সেখান থেকে এক অংশ আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করে দেয়। অন্য এক ব্যক্তি যে আগামীতে (সময়ে) কাজে আসবে ভেবে তার টাকা তুলে রেখেছে এমন সময় আহ্বান শুনলো, আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর (সে খরচ করে দেয়)। সুতরাং সে সময়ে তার হৃদয়ের যে অবস্থা তা খোদার এক বিশেষ সন্তুষ্টির কারণ হয়ে যায়। এই হলো তিনটি বড় বড় উদাহরণ; কিন্তু ইহা বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন ধরণে বর্ণনা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তিই খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে খরচ করে থাকে তখন তার হৃদয়ে এক বিশেষ অবস্থা হয়ে থাকে। সেই অবস্থায়ই তার কুরবানীকে এক বিশেষ রূপ দেয়। উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিসমূহ অর্জন করার জন্যে খরচ করে থাকে। খরচের অবস্থান ভিন্ন হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ নিজ আত্মাকে সামলানোর জন্যে ও দৃঢ় করার জন্যে। যার অর্থ হলো ঐ সকল লোক যারা খোদার চাঁদা দেয় তাদের লক্ষ্য থাকে যে, আমাদের আর্থিক কুরবানী দ্বারা যেন দৃঢ়তা অর্জন হয়। আমরা সব সময়ের জন্যে খোদারই হয়ে আছি। অন্য কেউ আমাদিগকে খোদা হতে কেড়ে নিয়ে না যেতে পারে। এই দু'টি উদ্দেশ্য অত্যন্ত জোরালোভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যখন আন্যান্যরা রাব-ওয়া (উঁচু জায়গা)-র উদাহরণে পৌঁছে যান তখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিষয়বস্তু ও দৃঢ়তার বিষয়বস্তু দেখতে শুরু করেন। ইহা হতে যে ভূমির সৃষ্টি হয় তা কুরবানী ও প্রতিদানের ভূমি। এই সম্পর্কে কুরআন করীম আর একটি উদাহরণ তুলে ধরেছে। তা হল এই যে, যে ব্যক্তি খোদার জন্যে একটি বীজ মাটিতে রোপন করে—উদাহরণ তো বীজ বপনের দেয়া হয়েছে; কিন্তু এর অর্থ যে ব্যক্তি খোদার জন্যে এক আনা খরচ করে—খোদার জন্য এক দানা মাটিতে রোপণ করে অনেক সময় উহা হতে সাতটি শীষ জন্ম নেয় এবং প্রতিটি হতে একশত করে দানা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ১০০টি দানা সাতশত দানায় রূপান্তরিত হয় এবং যদি সাতশত দানার প্রতিদান এই পৃথিবীতেই লাভ হয়ে যায় তা হলে অনুমান করে দেখুন খোদার রাস্তায় কুরবানীকারীদের অর্থে কত বরকত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ বলেন যে, তিনি ইহাতেই ক্ষান্ত নন বরং যাকে ইচ্ছা ইহা হতেও অধিক প্রদান করে থাকেন। এ জগতেও দিয়ে থাকেন এবং পরকালেও দিয়ে থাকেন।

এই বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা করে আমি যখন হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের আর্থিক কুরবানীর উপর দৃষ্টি দেই তখন দেখতে পাই যে, সেই যুগের অবস্থানুযায়ী অনুমান করে যা জামা'তের মোট চাঁদা ছিল আজ জামা'তের মোটা চাঁদার পরিমাণ উহা হতে সাতশত গুণেরও অধিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ একশত বছরে এই ভূমি সাতশত গুণের অধিক সীমা অতিক্রম করে খোদার অনন্ত দানের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে যার তুলনা করা অসম্ভব। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের ঐ সকল বুযুর্গানদের সন্তানদিগকে যদি

আজ খুঁজে বের করা হয়, যারা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় অধিক কুরবানী করেছিলেন, যাদের জীবন অত্যন্ত কষ্টের সাথে যাপন হতো কিন্তু আল্লাহ্ র রাস্তায় বড় বড় কুরবানী পেশ করতেন তারা তাহলে দেখতে পাবেন তাদের বংশধর আজ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে। আজ তাদের সন্তানদের কয়েকজনের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমি বলছি তাদের মধ্যে অনেকেই এমন রয়েছেন যারা একাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের মোট আর্থিক কুরবানীর সম-পরিমাণ বা তার অধিক কুরবানী করছে। অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে গোটা জামা'ত আর্থিক কুরবানীর যে তৌফীক লাভ করতো আজ ঐ সকল বুযুর্গদের বংশধরদের মধ্যে অনেক এমন সম্পদশালী, বিত্তবান ও প্রাচুর্যের অধিকারী আছেন যাদের হৃদয়কেও আল্লাহ্-তা'লা বিত্তবান করেছেন, খোদার ফযলে সেই যুগের মোট আর্থিক কুরবানীর সমপরিমাণ বরং উহা হতে অধিক একজনই প্রদান করছেন, কিন্তু তারা যদি কুরবানীর নিমিত্তে সবকিছু প্রদান করেন, তবুও সেই যুগের কুরবানী প্রদানকারীদের সম-মর্যাদার অধিকারী হতে পারবেন না। ঐ কুরবানীতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির যে দৃষ্টি পড়তো, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সন্তুষ্টির যে দৃষ্টি পড়তো সে অবস্থার বর্ণনা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু আমার হৃদয় সাক্ষী দেয় যে ঐ সকল গরীব লোকেরা যারা সেই যুগে দু'ই পয়সাও পেশ করেছেন তারা এমন ছিলেন যারা নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদের ভাগ্যোন্নয়ন করে দিয়েছেন। তাদের সন্তান-দের মধ্যে আজ যদি দুই কোটি টাকার কুরবানী প্রদানকারীও সৃষ্টি হয়ে যায় তবুও তারা ঐ দু' পয়সার কুরবানীর মর্যাদায় উন্নীত হতে পারবে না। আসলে ইহা তো খোদার সাথে সম্পর্কিত ঐ দানা যাতে ফল লেগেছে। এর এক নিজস্ব স্থান রয়েছে তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দিন।

যে বীজ সাতশতটি শস্যদানা সৃষ্টি করেছে এবং সেই সাতশতকে আল্লাহ্তা'লা অগণিত করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় মূল বীজটি ঐ সকল নেয়ামতের পিতা, ঐ সকল নেয়া-মতের মাতা, উহাই সব কিছু। ব্যাপকভাবে সৃষ্ট শস্য দানা ঐ বীজটির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না যার কল্যাণে তারা জন্ম লাভ করেছে, বড় হয়েছে এবং ফলদান করেছে। এই জন্য ঐ সকল আর্থিক কুরবানী প্রদানকারী যারা আজকের আর্থিক বছরের নিরীক্ষা শুনবে এবং যখন তাদের হৃদয় খোদার প্রশংসায় উদ্বেলিত হবে তখন যেন তারা ঐ সকল বুযুর্গদেরকেও দোয়াতে স্মরণ করেন যাঁদের কুরবানী আজকের এই ফল দান করেছে। যাদের অর্থ কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে। যাদের কুরবানী কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই কল্যাণের কারণে আহমদীয়া জামা'তের অর্থে সবদিক হতে এত কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে যে, মানুষ আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়ে যায় যে, একশত বছরের মধ্যে এত মহান কুরবানী প্রদানকারী জামা'-তের সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব হল।

এই ভূমিকার পর সংক্ষিপ্তভাবে আহমদীয়া জামা'তের গত বছরের আর্থিক কুরবানীর চিত্র ও পরিসংখ্যান তুলে ধরবো। লাযেমী (অবশ্য দেয়) চাঁদা যার মধ্যে চাঁদা আম, চাঁদা

ওসীয়্যত এবং বার্ষিক জলসার চাঁদা অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে গত বছরে জামাত একান্ন লক্ষ নব্বই হাজার আটশত অষ্টাশি পাউণ্ড পেশ করেছে যা পাকিস্তানী টাকায় ২৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৩ শত আশি টাকা হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে তো কয়েক হাজার হতো এবং সারা বছরেও মোট অংক কয়েক হাজারের অধিক হতো না। কিন্তু খোদার ফযলে এখন লাখেমী চাঁদার পরিমাণই ২৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৯২ হাজার (পাকিস্তানী মুদ্রায়) হয়ে গেছে। ইহা ছাড়াও বড় বড় তাহরীক রয়েছে। যেমন তাহ্‌রীকে জাদীদ ওয়াকফে জাদীদ ও অন্যান্য। এর মধ্যে উপরে বর্ণিত অংকের পরিমাণ ছাড়াও জামাত উনিশ লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ডের আর্থিক কুরবানী গত এক বছরে করেছে। পাকিস্তানী টাকায় যার পরিমাণ ৯ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮ শত ৫১ টাকায় দাঁড়ায়। এ ছাড়াও অন্যান্য তাহ্‌রীকাত রয়েছে যা বিভিন্ন সময় করেছি। সদকাহ, যাকাত ও অন্যান্য খাতেও টাকা দিয়েছে জামাত। কিছু ঈদ ফাণ্ড ও ফিতরানার টাকাও আছে। এই সবের পরিমাণ পূর্বোল্লেখিত চাঁদার অংক ছাড়া এক লক্ষ ৩৫ হাজার ৭ শত ৪২ পাউণ্ড অধিক যা পাকিস্তানী টাকায় দাঁড়ায় ৬৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৮ টাকা।

আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে ১৯৫৩ সালে যখন (আহমদী বিরোধী) দাঙ্গা হয় তখন জামাতের বার্ষিক বাজেট ছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগ হতে শুরু করে ১৯৫৩ সালে পৌঁছে সেই সময়কার জামাতের আর্থিক কুরবানী দেখে আব্দুর রহীম আশরাফ, যিনি একজন বিরুদ্ধবাদী মৌলভী ছিলেন ফয়সালাবাদ থেকে প্রকাশিত নিজের পত্রিকায় অত্যন্ত বেদনার সাথে স্বীকার করেছেন যে, "যেই জামাতকে মিটানোর জন্য আমরা আন্দোলনের পর আন্দোলন চালিয়েছি এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চেষ্টা করেছি আমরা তার কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারি নি।" আর আর্থিক কুরবানীর দিকে দৃষ্টি দিলে আপনারা আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, তারা ২৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক কুরবানী দিচ্ছে।" সেই সময় তারা মনে করেছিল আমরা পরাজিত হয়েছি আর আজ তো এমন সময় যে, খোদার ফযলে সকল চাঁদা একত্রিত করলে আহমদীয়া জামাতের এক বছরের আর্থিক কুরবানীর পরিমাণ ৪৪ কোটি (পাকিস্তানী টাকায়) তে দাঁড়াবে।

আমার মনে আছে যখন আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে (খেলাফতের) দায়িত্ব দিলেন, তখন কোন এক খোৎবায় আমি জামাতকে সম্বোধন করে বলেছিলাম যে, আমি যতটুকু জামাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি (তাতে জানতে পারলাম) প্রত্যেক পরীক্ষার পর চাঁদার পরিসংখ্যান পরিবর্তিত হয়েছে। জামাতের বিরুদ্ধে যখন কোন আন্দোলন হয়েছে এবং সেই সময় যদি চাঁদার পরিমাণ হাজারে হতো তবে পরবর্তী আন্দোলনের পূর্বেই চাঁদার পরিমাণ লাখের অংকে পৌঁছে যেত এবং যে চাঁদার পরিমাণ লাখে হতো যখন আর একটি আন্দোলন হলো তখন সেই অঙ্কের পরিমাণ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে। সুতরাং আমি

দোয়া করছিলাম এবং আমি জামাতকেও বলেছিলাম যে আপনারা আমার সাথে দোয়াতে শরীক হন যে, খোদা করুন দেখতে দেখতেই এই অঙ্কের পরিমাণ কোটি থেকে নিযুতে পরিণত হউক। অতএব যখন আমি এই তাহরীক করেছিলাম তখন চাঁদার পরিমাণ কয়েক কোটিও ছিল না। আমি ইনশাল্লাহ্ এ পরিসংখ্যান জলসাতে তুলে ধরবো। কিন্তু খোদার ফযলে আজ অঙ্কের পরিমাণ অর্ধশত কোটিতে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং এ পরিসংখ্যানে সমগ্র দুনিয়ার জামাত অন্তর্ভুক্ত নয়। পৃথিবীর ৪৪টি বড় জামাত বরং বাকী বিশ্বে জামাত ছড়িয়ে পড়ছে এবং বেশী বেশী লোক অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অনেক এমন জামাত রয়েছে যেখানে চাঁদার ব্যবস্থাপনা ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কতিপয় জামাতের সদস্যদের সংখ্যা অল্প এবং কোন কোন দেশ দারিদ্র্যতার কারণে আর্থিক কুরবানীতে অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু ১২৬টি দেশের মধ্য হতে অবশিষ্ট দেশগুলিও অবশ্যই এই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা দ্রুতগতিতে উন্নতি করছে। সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে ও প্রসারতা লাভ করছে। উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়ার প্রজাতন্ত্র রয়েছে সেখানেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যে সমস্ত জায়গায় আহমদী জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাও অল্প অল্প করে চাঁদা দিতে শুরু করেছে। এরাও শেষ পর্যন্ত আপনাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথমতঃ আমাদের এই দোয়া করা উচিত যেমন আমি আমার মনোবাসনার কথা প্রকাশ করেছিলাম যে, হে খোদাতা'লা! আমাদের জামাতকে কোটি টাকার পরিবর্তে শত শত কোটি টাকা বাজেট দান করুন আর দ্বিতীয়তঃ আর্থিক কুরবানী যতই বেড়ে যাক না কেন উহার মর্যাদা যেন তাই থাকে যা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে অর্থাৎ "রাবওয়া"-তে হয় (উঁচু জায়গা), খোদার দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার কুরবানী হয়। এমন কুরবানী যাকে কোন পরীক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না, মুষলধারের বৃষ্টিও ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না, এমনকি খরাও না। সব অবস্থাতেই যেন সবল থাকে এবং নূতন ফল দান করতে থাকে। ঐ কুরবানীর সাথে খোদার ব্যবহারও যেন অনুরূপ হয়, যেমন তিনি পূর্বের কুরবানীর সাথে করেছেন। যে বুযুর্গদের কুরবানী ঐ স্তম্ভ তৈরী করেছে যার উপর আজ আমরা দণ্ডায়মান, খোদা করুন সেই তুলনায় আমাদের কুরবানীসমূহ খোদার রাস্তায় যেন আরও একটি স্তম্ভ তৈরী করে দেয়। এবং আমাদের আগামী প্রজন্ম অনুরূপ ভালবাসা শ্রদ্ধা, ও দোয়ার সাথে আমাদিগকে স্মরণ করে যেভাবে আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গী ও অনুসারীদের কথা ও ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও দোয়ার সাথে স্মরণ করছি।

তুলনামূলকভাবে পাকিস্তান ছাড়া যে বড় দেশগুলি রয়েছে তাদের মধ্য থেকে ১৫টি দেশের (আর্থিক) কুরবানী আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যদ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, খোদার ফযলে বহির্বিশ্বের জামাতগুলি (আর্থিক) কুরবানীতে দ্রুতগতিতে উন্নতি করছে। জার্মান প্রথম স্থানে আছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতি করেছে এবং বাস্তবে রাবওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে। জার্মানীর এক বছরের কুরবানীর পরিমাণ হলো ১০ লক্ষ ৫২ হাজার ৭ শত ৯৭ পাউণ্ড। এবং এই ধারা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, যার অর্থ

হলো (পাকিস্তানী মুদ্রায়) ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কুরবানী একা জার্মান জামাত করেছে। গত কয়েক বছর পূর্বে বিশ্বব্যাপী জামাতগুলির একত্রিত চাঁদার পরিমাণ ও এই অংকের সমান ছিল না। যদি আপনারা ১০/১৫ বছরের পূর্বের পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, খোদাতা'লা জামা'তের ধন দৌলতে এবং কুরবানীর স্পৃহাতে কি পরিমাণে কল্যাণ দান করেছেন।

আমেরিকা জার্মানীর পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং খোদাতা'লার ফযলে দ্রুত উন্নতি করছে। সেখানকার আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তদুপরি সেখানে এখনও ব্যবধান আছে। এই জন্য যদিও জার্মানী জামাত হতে তারা অনেক পিছনে তবুও জার্মানীর জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কেননা যে গতিতে সেখানকার লোক জাগ্রত হচ্ছে, কুরবানীর স্পৃহা জন্ম নিচ্ছে, ও লালিত হচ্ছে, সেদিন দূরে নয় যে কয়েক বছরের মধ্যেই তারা জার্মানীর সাথে পাল্লা দিবে। কিন্তু এ কাজ কঠিন তবুও পাল্লা দিতে চেষ্টা করবে। তাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছাতে পারে। যা হোক দ্বিতীয় স্থান আমেরিকার কুরবানীর পরিমাণ ৫ লক্ষ ১ হাজার ৯ শত ৩০ পাউণ্ড। আমার মনে আছে ১৫/২০ বছর পূর্বে এমনও সময় ছিল, অথবা উহা হতে নিকটবর্তী সময়ও আমেরিকাকে বিদেশ হতে সাহায্য দেয়া হতো। আমি ১৯৭৮ সালে যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখনও তাদের অবস্থা অনুরূপ ছিল। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়েছিলাম যে, তোমরা এখনও বিদেশ থেকে সাহায্য নিচ্ছ। অর্থাৎ মসজিদ ও মিশন্ বানানোর ব্যাপারে তারা এমন পরমুখাপেক্ষী ছিল যে, বিদেশ থেকে সাহায্য পেলে তারা তা বানাতে পারে। আমি তাদের বলছিলাম যে, এক সময় ছিল যখন কাদিয়ান হতে দরিদ্র ব্যক্তিরা দুই দুই পয়সা কুরবানী করতো। কেউ ডিম বিক্রি করে, মুরগী বিক্রী করে, ছাগল বিক্রি করে চাঁদা জমা করতো। এবং সেই জামাত যে কুরবানী করতো তা তোমাদের ধনী দেশে প্রেরণ করা হতো।

তোমাদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তখন অন্যান্য গরীব দেশগুলির জন্য কুরবানী করা উচিৎ। সেই অনুকম্পাকে কোন অক্ষরে বা সংখ্যায় গণনা করা যায় না। সেই যুগের কুরবানী যদিও তা ৫ হাজার বা দশ হাজার টাকার হোক না কেন কিন্তু যেই প্রেরণার সাথে সেই কুরবানী পেশ করা হয়েছিল তা এমনি এক প্রেরণা ছিল যা সর্বকালের বিজয় অর্জনকারী প্রেরণা ছিল। সেই কুরবানীর শোধ কখনও করা যাবে না। তবে শোধ করার ইচ্ছা যেন হৃদয়ে উদীয়মান থাকে। ইহাই উহার প্রতিদান। কিছু জামাত এ ব্যাপারে কষ্টে ছিল যে, অমুক অমুক জায়গায় জামাত খরচ করছে কিন্তু আমেরিকাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। তাদের আমি এভাবে বুঝিয়েছিলাম যে খোদাতা'লার ফযলে আজ আমেরিকা বাস্তবে অন্যান্য গরীব জামাতগুলিকে সাহায্য করছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশকে ও ইউরোপের কতিপয় দেশকেও আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আমেরিকার অতিরিক্ত আয়

হতে আমরা সাহায্য করছি। যুক্তরাজ্য তৃতীয় স্থানে রয়েছে কিন্তু আমেরিকার নিকটতম যার এক বছরের কুরবানীর পরিমাণ হলো ৪ লক্ষ ৮৮ পাউণ্ড। যদি এবারও পরিশ্রম করে তাহলে আশা রাখি আমেরিকার সাথে সাথে অথবা কখনও ভবিষ্যতে দ্বিতীয় স্থানে থাকার মত অবস্থার সৃষ্টি হবে।

খোদাতা'লার ফযলে গত কয়েক বছরে ইন্দোনেশিয়া অনেক উপরে চলে এসেছে। পরিসংখ্যানের দিক হতে ইহার স্থান অনেক নীচে ছিল। বর্তমানে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। তাদের এক বছরের আর্থিক কুরবানীর পরিমাণ ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৪ শত ৯৭ পাউণ্ড।

কানাডা পঞ্চম স্থানে যার কুরবানীর পরিমাণ ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫ শত ৬৩ পাউণ্ড। ঘানা ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। তাদের কুরবানীর পরিমাণ হলো ৭১ হাজার ৮ শত ৩২ পাউণ্ড। ঘানার উল্লেখ বিশেষভাবে দোয়ার তাহ্‌রীকের সাথে করতে চাই। ইহা অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। এক সময় ইহাকে গোল্ড কোষ্ট বলা হতো। কেননা এখানে প্রচুর সোনা পাওয়া যেতো। পশ্চিমা দেশগুলো এখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। এ ছাড়াও অনেক এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যার বিস্তারিত বিবরণে যাবার প্রয়োজন নেই। ঘানা দিন দিন গরীব হতে লাগলো। কয়েক বছর পূর্বেও সেখানে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ছিল। একবার এক মোবাল্লেগ আমাকে লিখলো। এখানে দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা এমন যে, এক রাতে আমার দরজার কড়া নড়লো। আমি বাইরে গেলাম যে, এত রাতে কে এসেছে। দেখলাম একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবার চাইতে এসেছে কিন্তু আমার বের হওয়ার পূর্বেই সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ দুর্বলতা তাকে গ্রাস করেছিল। তাকে কিছু কিছু করে পান করানোর পর সংজ্ঞা ফিরে এলো। সে খাবার শক্তি পেল। এরূপ দরিদ্রতা সত্ত্বেও যা এখনও সেখানে রয়েছে অনুরূপ পরিস্থিতি তো নেই। আল্লাহ্‌র ফযলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণতঃ ঘানার জামাতগুলো অত্যন্ত গরীব তবে কুরবানী করার দিক হতে অত্যন্ত মহান জামাত। আমি সেখানকার অত্যন্ত গরীব লোকদের মধ্যেও কুরবানীর বড় স্পৃহা দেখেছি। অত্যন্ত বড় মনের অধিকারী এরা। অত্যন্ত সাহসী লোক তারা। জামাতের জন্য গভীর ভালবাসা রাখে। সেখানে ট্যুর করার সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামে গিয়ে আমি দেখেছি যে, সেখানকার লোকদের সম্বন্ধে মানুষ চিন্তাই করতে পারে না যে, তারা এত বড় নিষ্ঠাবান! তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর পয়গামের প্রেমিক। এ জামা'ত যদি আর্থিক কুরবানী করার মত তবলীগের কাজে লেগে যায় যেমন কিনা এখন শুরু হয়েছে তাহলে (ইনশাল্লাহ্‌) কয়েক বছরের মধ্যেই ঘানাতে বিপ্লব সাধিত হবে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ হতে এই জামাতকেও স্মরণ রাখবেন এবং দোয়াও করবেন আল্লাহ্‌তা'লা যেন আফ্রিকার অবশিষ্ট দেশগুলিকেও আর্থিক কুরবানী এবং সাহসিকতায় ঘানাকে অনুকরণ করার তৌফীক দান করেন। মরিশাস জামাত আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত চৌকস জামা'ত। সেও নিজের স্থানকে উঁচু করেছে এবং সপ্তম স্থানে রয়েছে। মরিশাসের

কুরবানীর পরিমাণ ৭১ হাজার ৬ শত ৩৯ পাউণ্ড। ইহার পর ভারতের স্থান (অষ্টম স্থান)। তারা অনেক পিছনে ছিল। এখন উপরের দিকে আসতে শুরু করেছে এবং জামাতগুলোতে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। আমি আশা রাখি, যেভাবে আমরা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি ইনশাআল্লাহ্‌ ভারতের জামাত দ্রুত উন্নতি করবে এবং যেভাবে আমি তাদিগকে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিচ্ছি তাতে করে আল্লাহ্‌র ফযলে তারা হারানো দিন ফিরে পাবে। সেই মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল ভারত যখন সে সমগ্র বিশ্বে নিজ চাঁদা দ্বারা ধর্মের সেবার জন্যে অর্থ যোগান দিত। এখনও আমি আশা রাখি যে, জামা'ত যদি জাগ্রত হয় এবং দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে শুরু করে তাহলে তার সেদিন আবার ফিরে আসবে। কাদিয়ানের জন্যে আমাদের হৃদয়ে বিশেষ ভালবাসা আছে কেননা সেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

যে স্থান হতে পয়গাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে সেই ভালবাসা আমাদিগকে বাধ্য করে যে, ভারতকে আবার আমরা প্রথম স্থানে দেখি এবং সেখান থেকে হেদায়াতের জ্যোতিঃ আবার যেন সমগ্র পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হয়।

নরওয়ের জামা'তও জাগ্রত জামা'ত। ভারতের পর নরওয়ের স্থান। নরওয়ে নবম স্থানে রয়েছে। তারপর জাপানের স্থান। যদিও সেখানে সদস্যদের সংখ্যা নগণ্য তবুও তারা দশম স্থানে। তারপর সুইজারল্যাণ্ড (১১তম) এর স্থান। তারপর বাংলাদেশ (১২ তম)। তারপর সুইডেনের স্থান (১৩তম)। তারপর নাইজেরিয়া। ইহার ১৪তম স্থান। নাইজেরিয়াতে খোদাতা'লার ফযলে অর্থনৈতিক দিক হতে আল্লাহ্‌-তা'লা অনেক কল্যাণ দান করেছেন। সামর্থ্যের দিক হতে নাইজেরিয়া একটি ধনী দেশ। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার (অর্থনৈতিক দিক হতে) সবাই প্রায় সমান। ঘানার তুলনায় নাই-জেরিয়ার আহমদীরা অনেক ভাল অবস্থায় আছে। এই জন্য সেখানকার জামা'তকে আরও চেষ্টা করতে হবে। নিষ্ঠারও উন্নতি করতে হবে। যেভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের উপর ফযল করেছেন এবং সেই তুলনায় তাদেরকে আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী হতে হবে। সদস্য সংখ্যায় তারা পিছনে আছে কিন্তু এত পিছনে নয় যে, ঘানার পিছনে থাকবে। হল্যাণ্ড ১৫তম স্থানে আছে। হল্যাণ্ডের জমা'তও খোদাতা'লার ফযলে ইউরোপের অন্যান্য জামা'তের তুলনায় সদস্য সংখ্যার দিক হতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং আর্থিক কুরবানীতে অগ্র-গামী। যাইহোক আমরা আশা রাখি আল্লাহ্‌তালা বাকী জামাতগুলোর উপরও এই ১৫টি জামা'তের ন্যায় অগণিত আশীষ বর্ষণ করবেন, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌র বাণীকে চিরঞ্জীবী করার লক্ষ্যে বছরের পর বছর আর্থিক কুরবানী করে যাচ্ছে ও দিন দিন মানগত দিক হতে উন্নতি করে যাচ্ছে।

আমেরিকার বিষয় আমি যেভাবে বলেছি যে, সেখানে এখনও অনেক এমন সদস্য রয়েছেন তারা যদি নিজ সামর্থ্যানুযায়ী খরচ করে তাহলে আমেরিকার অনেক উপরে উঠে

আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেরই কমবেশী অনুরূপ অবস্থা। কেননা এখনও কোন দেশে মানুষ ঈমানের একই মানে অবস্থান করে না। যদি চাঁদার পরিমাণ বাড়াতে চান তাহলে নিষ্ঠার মান বাড়োনোর চেষ্টা করতে হবে। নিষ্ঠার পানি যতই গভীর হবে ততই চাঁদা লাফিয়ে বের হয়ে আসবে। যদি নিষ্ঠার মান বাড়নোর চেষ্টা না করে, চাঁদার গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে অনেক সময় লোকজন উন্নতি করার পরিবর্তে দূরে সরে যাবে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, ঐ সমস্ত দুর্বল লোক যারা চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে পিছনে পড়ে আছেন যখন তাদের নিকট সেক্রেটারী মাল বা অন্য কোন কর্মকর্তা যায় তারা পিছু দৌড় দেন। কিছু লোক নিজেদের ঠিকানা পর্যন্ত পরিবর্তন করে নেন যাতে করে সেক্রেটারী মাল তাদের নিকট পৌঁছুতে না পারেন। নিষ্ঠার অভাব হলে কাছে টানার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু নিষ্ঠার মান উঁচু হলে আহ্বান করলে দেখবেন কত উৎসাহের সাথে উন্নতি করতে শুরু করবে। দু'টি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। চাঁদা আদায় করার যে ব্যবস্থা রয়েছে তাও সু-প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। জামা'তের সাথে এই ব্যবস্থাপনার সর্বদা ও সঠিক সময় যোগাযোগ থাকতে হবে।

"সঠিক সময়" শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় চাঁদা আদায়কারীগণ জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছান, কিন্তু সঠিক সময় যোগাযোগ করেন না। উদাহরণ স্বরূপ বছরের শেষ ১১ মাস গত হয়ে গেছে সে সময় হঠাৎ করে সেক্রেটারী মাল জাগ্রত হয় এবং বলে উঠে এখনও অনেক টাকা বকেয়া পড়ে আছে। তখন সে প্রতিটি দরজায় পৌঁছায় সে যোগাযোগ করে, কিন্তু সেটা সঠিক সময় নয়। যদি প্রথম মাসে যোগাযোগ করা হয় সাধারণভাবে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, সে ব্যক্তি যতটুকু চাঁদা দেবার থাকে বছরের শেষে সেই অনুপাতে সে বেশী চাঁদা দিয়ে দেয়, পিছনে পড়ে থাকে না। অতএব, জামাতে চাঁদা আদায় করার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা সু-প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু শর্ত এই যে, এই ব্যবস্থাপনা যার সম্পর্ক নিষ্ঠার মান বাড়ানোর সাথে রয়েছে তাকেও সজাগ হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রগামী হতে হবে। যদি নিষ্ঠার মান বাড়ানোর ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ তা'লীম ও তরবীয়তের ব্যবস্থাপনা এবং নামায কায়েম করার ব্যবস্থাপনা যা তরবীয়তেরই এক অংশ এবং খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাপনা পূর্ণ শক্তির সাথে চেষ্টা করে তাহলে চাঁদা আদায় করার ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা থাকলে তা ততোটা ক্ষতিকর হবে না। নিষ্ঠার মান উন্নত হলে যেভাবে অনেক সময় শিশু না চাওয়া সত্ত্বেও মায়ের স্তন হতে দুধ বইতে শুরু করে ঠিক অনুরূপ অবস্থা নিষ্ঠাবানদের হয়ে যায়। যদি খোদাকে ভালবেসে, নামাযে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেভাবে কুরআন করীম বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহ্‌র সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেলে মানুষ বিনা আহ্বানেই খরচ করতে থাকে। অতএব, জামাতকে এ দু'টি বিষয়ের প্রতি তার অর্থনৈতিক

ব্যবস্থাপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে। তৃতীয় আর একটি বিষয় রয়েছে যা নিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত কিন্তু সাধারণতঃ তাকে নিষ্ঠার গণ্ডিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এবং তা হল বিশ্বস্ততা।

বিশ্বস্ততাই এই গোটা ব্যবস্থাপনাকে শক্তি দান করে থাকে। যদি বিশ্বস্ততা না থাকে এবং অপর দিকে নিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হলেও লোকজন চাঁদা দান করতে হাত সংকুচিত করে নেয়। ইসলামী বিশ্বের আজ সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা নেই। খোদাতা'লা আমাদিগকে এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী করেছেন এবং ইহাও (অন্যান্যদের সাথে) আমাদের একটি বড় ধরণের পার্থক্য। এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যারা কুরবানী করতে আগ্রহী, অঢেল টাকা-পয়সাও আছে, তবুও তারা খরচ করে না। কেননা তারা জানে যাদের হাতে টাকা দিবে তারাই খেয়ে ফেলবে। অর্থাৎ ভরসা নেই যে, যে উদ্দেশ্যে খরচ করা হবে সে উদ্দেশ্য কখনও বাস্তবায়িত হবে কি হবে না। জামাতে আহমদীয়ার সফলতার রহস্য এবং জামাতের ব্যবস্থাপনা সু-প্রতিষ্ঠিত হবার মূল চাবি কাঠি হলো বিশ্বস্ততা। নিষ্ঠার ফলশ্রুতিতেই চাঁদা আসবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সু-প্রতিষ্ঠিত হলে চাঁদাও সামলানো যাবে। কিন্তু যদি বিশ্বস্ততার অভাব হয় তাহলে এ দু'টি বিষয়ই সম্পূর্ণ বেকার ও মূল্যহীন হয়ে যাবে।

তাদের কোন স্থানই থাকবে না। সুতরাং আমাদের অডিটের ব্যবস্থাপনাকেও চৌকস হতে হবে এবং জামাতের বিশ্বস্ততার মান উঁচু করার চেষ্টায় রত থাকতে হবে। আমার দৃষ্টি তো আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে অবিশ্বস্ততার যত নালিশ আসে তার উপরে পড়ে। সেগুলোকে আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ও চিন্তার সাথে দেখি এবং অনুমান করতে থাকি যে, বর্তমানে জামাত কোন্ স্থানে আছে। ঐ সকল লোক যারা নিজস্ব লেনদেন এর ব্যাপারে অবিশ্বাসী। যখন তারা জামাতের লেনদেন করে তখন প্রথম পর্যায়ে তারা অবিশ্বাসী থাকে না। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। উদাহরণ স্বরূপ—এক ব্যক্তি কোন কথা বলছে আপনি বললেন, তুমি মিথ্যে বলছো। তখন সে বলে উঠে, আমি কি আপনার সামনেও মিথ্যে কথা বলবো! সে এ কথা ভুলে যায় যে, সে খোদার সামনে দণ্ডায়মান এবং তার সামনে মিথ্যে কথা বলতে লজ্জা বোধ করে না। কিন্তু এটা একটা মানসিক অবস্থা যে, সে বলে উঠে আমি তো আপনার সাথে কথা বলছি, আমি কি আপনার সাথেও মিথ্যে কথা বলবো? এই মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কয়েকটি লোক অবিশ্বাসীও হয় কিন্তু জামা'তের বিষয়ে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে জামাতের চাঁদা খেয়ে ফেলার সাহসই তাদের হয় না। কিন্তু যখন (বিশ্বস্ততার) মান পড়ে যাবে তখনই এ ঘটনা-গুলি ঘটতে আরম্ভ হয়। বর্তমান অবস্থা তো এই যে, লক্ষ লক্ষ চাঁদা দাতার মধ্যে হয়তো বা একজনের মনে সন্দেহ হতে পারে যে, তার টাকা কেউ জামা'তের তহবিলে জমা না

(অবশিষ্টাংশ ২৩ পাতায় দেখুন)

পাকিস্তান ও কুফুরী স্থান

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জিত হলেও পাকিস্তানের স্থপিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন : "You are free, you are free to go to your temples, you are free to go to Mosques or to any other places of worship in this State of Pakistan, you may belong to any religion or Caste or creed, That has nothig to do with the business of the state (উদ্বোধনী ভাষণ, কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলী, ১১ আগষ্ট, ১৯৪৭)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, "Pakistan is not going to be theocratic state (বক্তৃতা মালা, ৬২ পৃঃ)।"

এ ধরণের আরো বহু বক্তব্য আছে যা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কখনও পাকিস্তানকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' রূপী মোল্লা রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি বলতেন, "আমি মৌলবী নই, মৌলানাও নই (কায়েদে আজম, আকবর উদ্দীন কৃত, ৪৭৪ পৃঃ)।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর দক্ষিণ হস্ত রূপে যারা পরিচিত ছিলেন, তাদের মধ্যে সুন্নী, শীয়া, বার ইমামী, আগাখানী, আহমদী প্রভৃতি মুসলিম ফির্কার নেতৃবৃন্দ ছিলেন। অবশ্য এদের মধ্যে কোন মৌলানা খেতাবধারী কেউ ছিল না। মৌলানা, মৌলবী, পীর মাশায়েখদের প্রায় সবাই ছিলেন জিন্নাহ সাহেবের বিরোধী। মৌলবাদী মোল্লারা কায়েদে আজম খেতাবপ্রাপ্ত জিন্নাহ সাহেবকে 'কাফের আজম' ফতওয়া প্রদান করেছিল।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে এইসব ফতওয়াবাজরা আবির্ভূত হল পাকিস্তানের মাঠে ময়দানে। শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষমতার মসনদেও সমাসীন হল। শুরু হল ফতওয়াবাজী। পাকিস্তানে এমন কোন নেতা নেই যাকে কাফের ফতওয়া দিয়ে ভূষিত করা হয় নি। এমন কোন দল বা ফির্কা নেই যাদেরকে কুফুরী ফতওয়া না দিয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, যদি কেউ কাউকে কাফের বলে তাহলে অবশ্যই যাকে কাফের বলা হল সে যদি প্রকৃত কাফের না হয়ে থাকে তাহলে যে কাফের বল্ল সে কাফের। পাকিস্তানে একদল অপরদলকে কাফের আখ্যা দিয়েছে। এখন মহানবী (সাঃ) বর্ণিত হাদীসের আলোকে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে, এদের মধ্যে হয়ত সবাই কাফের হয়ে গেছে।

পুরাতন কথা বাদ দিয়ে হালের কথাই বলি। পাকিস্তানের ধর্মমন্ত্রীকে বিরোধীদলের নেত্রী বেনজীর ভুট্টো কাফের বলেছেন (ইত্তেফাক ১১/৮/৯২) অপর দিকে বিরোধীদল নেত্রী বেনজীর ভুট্টোকে ধর্মমন্ত্রী বলেছেন কাফের (ইত্তেফাক ১২/৮/৯২)। মহানবীর (সাঃ) বিধান

অনুযায়ী বলুন তো এদের মধ্যে কে কাফের? বলা খুব কঠিন হলেও, একথা অবশ্যই বলা যায় যে, পাকিস্তান আজ একটি কাফের বানাবার কারখানায় পরিণত হয়েছে। যে কারখানাটির নাম 'কুফুরী স্থান' রাখলে আজ আর আপত্তি করার কিছুই নেই। যারা এককালে পাকিস্তানকে কুফুরী স্থান বলেছিল আজ তারা নিজেরাই প্রমাণ করে দেখাল। পাকিস্তান বিরোধী মোল্লাদের স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপ নিয়েছে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজে দ্বিজাতিত্ব বাতিল করে ঘোষণা করেছিলেন এখন আর Muslims are a Nation নয় এখন Pakistanis are a nations। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর তার শত্রুরা পাকিস্তানকে মোল্লা রাষ্ট্রে পরিণত করতে উঠে পরে লাগে। আজ পাকিস্তান মোল্লাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানে মোল্লাদের দৌরাত্ম্য আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই সেখানকার প্রধান মন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ ঘোষণা দিয়েছেন, ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হতে পারে। কারণ এরা কল্যাণের চাইতে অনিষ্ট করেছে অনেক বেশী।" বাংলার বাণী এই সংবাদের প্রেক্ষিতে লিখেছেন, "জিন্নাহ তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেন নি।...... যদি কোন দিন রাষ্ট্রটিকে ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে তবে সেইদিনই হবে তার সত্যিকার আযাদীর দিন" (২/৯/৯২)।

মোল্লাদের চাপে মিঃ ভুট্টো আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করেছিল। জিয়াউল হক আরো দশ ধাপ এগিয়ে আহমদীদের উপর অকথ্য নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত করে যায়। কিন্তু এই দু'জনই আল্লাহ্‌র গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। হাদীস পাঠে, ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কলেমা পাঠরত অবস্থায় কতল করেছিল। ফলে ঐ ঘাতক ব্যক্তিটিকে মাটি গ্রহণ করে নি। বার বার চেষ্টা করেও লোকটিকে কবর দেয়া সম্ভব হয় নি (খাসায়েসুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ৭৮ পৃঃ)।

জিয়াউল হক কলেমা পাঠ করার কারণে বহু আহমদীকে শাস্তি দিয়েছে। পরিণামে তার দেহটিকেও কবর দেয়া সম্ভব হয় নি। তার কয়েকটি বাঁধান দাঁতকে কবর দেয়া হয়েছে। জিয়াউল হকের চিহ্নিত কোন অংশ ধ্বংসাবশেষে পাওয়া যায় নি (আল্লাহ, আল্লাহ)। আমীর হাবিবউল্লাহ, বাদশাহ ফয়সল, আমীর কালাবাগ, ভুট্টো, জিয়া আজ নেই। নেই মৌঃ বাটালবী, অমৃতসরী, আতাউল্লাহ শাহ বোখারী, পীর গোলরবী, সাদউল্লাহ, গজনবী, মৌদুদী, কিন্তু আহমদী জামাত আছে। প্রতি দিন তরক্কী করছে এই জামাত। পৃথিবীর ১৩০টি দেশে আজ এই জামাত প্রায় ৫০০০ শাখায় প্রসারিত। কুফুরী ফতওয়া, পার্লামেন্টের রায় কোন কিছুই জামাতের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে নি। ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতেও পারবে না।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কি এবং কেন?

মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

বেশ কিছু দিন ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, একটি বিশেষ মহল দেশব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে উঠে পরে লেগেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে গণতন্ত্রের মূলে কঠোরভাবে আঘাত হানা। এরূপ আন্দোলন দেশের কল্যাণের পরিবর্তে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারে না।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয়। ইহা একটি ধর্মীয় সংগঠন যার প্রতিটি সদস্য ইসলাম তথা কুরআনের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর বিশ্বস্ত ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসৃত একটি জামা'ত। যাদের লক্ষ্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে কলেমা তৈয়্যবার পতাকা তলে একত্রিত করা। নিম্নে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ভাষায় এই জামা'তের ধর্মবিশ্বাস তুলে ধরছি:

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) তাঁর 'আইয়ামুস সুলাহ্' পুস্তকে লিখেন:

'আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মরে। কুরআন শরীফ হতে যাঁদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়্যীন—''
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।
(আইয়ামুস্ সুলাহ্ : পৃঃ ৮৬-৮৭)

উদ্ধৃত অংশটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি জামাত যারা মনে প্রাণে আল্লাহ্ ও রসূলে উপরে বিশ্বাস রাখে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যার অপবাদ দেয়া হচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তালা বলেন, انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (সুরা আল্ হিজর, আয়াত ১০) অর্থাৎ ''আমরাই এই কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযত করব''। অনুরূপভাবে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মনগড়া তফসীর করবে সে জহান্নামে নিজের ঠিকানা বানাবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীসের উপর বিশ্বাসী। খোদাতা'লা ও তাঁর রসূলের সতর্কবাণী আমাদের জন্য পাথেয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদের তফসীরে যা কিছু লেখা হয়েছে তার মূল ভিত্তি হলো স্বয়ং কুরআন ও হাদীস, সাহাবাদের ব্যাখ্যা, মুফাস্সেরীন ও বিভিন্ন যুগের বুযুর্গানে দীনের রচনাবলী ও কিতাব এবং আরবী ভাষার প্রখ্যাত অভিধানসমূহ। এর বহির্ভূত জামাতের নিজের তরফ হতে তেমন কিছু বক্তব্য নেই। অতএব তফসীরে মতভেদ থাকলে জামাতের বিরুদ্ধে আপত্তির তো কিছুই নেই।

অপবাদ দেয়া হচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমানদেরকে গালমন্দ দিয়েছেন। যে জামাত নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে এবং ইসলামের জন্যে ধন-প্রাণ কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত তারা কিভাবে মুসলমানদেরকে গালমন্দ করতে পারে? কি অপূর্ব প্রতারণা।

আসুন আজ মুসলিম বিশ্বের সমস্ত মতভেদ মিটিয়ে ঐশী নেতৃত্বের ছায়াতলে একত্রিত হই।

(১৯ পৃঃ পর)

দিয়ে নিজে ব্যবহার করেছে। কিন্তু যদি জামাতের বিশ্বস্ততার মান আমাদের আশানুযায়ী উঁচু না থাকে তাহলে আশঙ্কা রয়েছে যে, এমন ঘটনা সচরাচর ঘটতে থাকবে। আল্লাহ্ না করুন যদি একবার এরূপ হতে শুরু হয় তাহলে জামাতের ব্যবস্থাপনার কোন জামানত দেয়া যাবে না। অতএব নিজেদের দোয়াতে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে নিন। (আল্লাহ্ যেন আমাদের নিষ্ঠার মানকে উঁচুতর করেন, আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, দৃঢ়তা দান করেন, তাদের পরিশ্রম করার তৌফীক দান করেন যেন তারা জামাতকে সর্বদা আর্থিক কুরবানী করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং আমাদিগকে বিশ্বস্ততার উঁচু মান দান করেন।) এ তিনটি বিষয়ে আমরা সেই মার্গে যেন উন্নীত হই যেখানে আমাদের বাগান খোদার দৃষ্টিতে ''রাবওয়া'' তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেই উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেখানে কুরআনের দৃষ্টি স্নেহের সাথে নিবদ্ধ হয়, যার প্রতি কুরআনের খোদার দৃষ্টি ভালোবাসার সাথে নিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্তা'লা আমাদিগকে উহার তৌফীক দান করুন। আমীন।

হাদীসুল মাহ্‌দী

('কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের জবাবে)

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

২নং হাদীস

وفى رواية له قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا منى اومن اهل بيتى يواطى اسمه اسمى اسم ابى ويملاء الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا (رواه ابو داؤد)

"আবু দাউদের অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যদি দুনিয়ার একটি দিবস ব্যতীত বাকী না থাকে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত দিবসকে লম্বা করিয়া দিবেন এবং উক্ত দিবসে আমার মধ্য হইতে, কিংবা আমার বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, তাহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে ; তিনি ন্যায় বিচারে দুনিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন, যেমন যুলুম ও অত্যাচারে ইহা পূর্ণ হইয়াছিল।"

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী বা মসীহ মাওউদের কোন কথার উল্লেখ নাই। "এক ব্যক্তি হযরতের উম্মত বা হযরতের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ন্যায় বিচারে দুনিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন" এই কথা আছে। তিনিই যে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ, এ কথা তো আঁ হযরত (সাঃ) বলেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসের তরজমা করিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব يواطى اسمى বাক্যের অনুবাদ 'তাঁহার নাম ও আমার নাম একই হইবে" করিয়াছেন। অথচ ১নং হাদীসে এই বাক্যটির তরজমা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে করিয়াছেন। একই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একই বাক্যের দুই রকম অর্থ করিলেন মৌলনা রুহুল আমীন সাহেব কি উদ্দেশ্যে ?

১নং হাদীসের আলোচনায় বলিয়া আসিয়াছি যে, "তাঁহার নাম আঁ হযরতের নামের তুল্য হইবে'—এই কথা দ্বারা তাঁহার নাম ও আঁ হযরতের নাম একই বুঝায় না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও জানেন যে, মোহাম্মদ নামের তুল্য হইবে বলিলে মোহাম্মদ নামের হইবে এই কথা কিছুতেই প্রমাণ হয় না। কাজেই ২নং হাদীসে আসিয়া "তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে" না লিখিয়া নিজের কল্পিত ধারণা প্রমাণ করিবার জন্য 'তাঁহার নাম ও আমার নাম একই হইবে' লিখিয়া ফেলিলেন।

"يواطى" শব্দের অর্থ 'একই হইবে' করা মৌলানা সাহেবের মস্ত বড় ভুল। আরবী ভাষা মৌলানা সাহেবের এই অর্থ সমর্থন করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলানা সাহেব এই ভুল ইচ্ছা করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার জন্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যেও 'আসেম' বর্তমান আছেন। ১ নং হাদীসের আলোচনায় আসেম সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তদনুসারে এই হাদীসটিও যয়ীফ।

৩নং হাদীস

عن ابى اسحاق قال قال على ونظر الى ابنه الحسن قال ان ابنى هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم و سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم و يشبهه فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق ثم ذكر قصة يملا الارض عدلا (رواه ابو داؤد)

"আবু ইসহাক বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ) আপন পুত্র হাসানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আমার এই পুত্র সৈয়্যদ, যেহেতু রসূল করীম (সাঃ) তাহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। অচিরে তাহার বংশ হইতে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন, তোমাদের নবীর নামে তাঁহার নাম হইবে, যে ব্যক্তি চরিত্রে তাঁহার তুল্য হইবেন, আকৃতিতে তাঁহার তুল্য হইবে না। তৎপর তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি ন্যায় বিচারে পৃথিবীকে পূর্ণ করিবেন"। (আবু দাউদ)

প্রথমতঃ, এই হাদীসের মধ্যেও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথাই নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ১নং ও ২ নং হাদীসের মত এই হাদীসটিও সহী কিনা এ সম্বন্ধে হাদীসের ইমামগণ সন্দেহ করিয়াছেন, কারণ এই হাদীসের রাবী একজন 'উমর ইবনে আবিকায়্‌স'।

قال ابو داؤد فى حديثه خطأ و قال الذ هبى صدوق له اوهام و فى اسناده ابو اسحاق النسفى كان شيعيا وروايته عن على منقطعة و كان يختلط فى اخر عمره

(مقدمه ابن خلدون)

"আবু দাউদ বলিয়াছেন, উমর ইবনে আবু কায়েসের হাদীসে ভুল আছে। 'জাহরী' বলিয়াছেন, তিনি সত্যবাদী হইলেও তাঁহার কথাগুলিতে অলীক ধারণা আছে। এই হাদীসের আর একজন 'রাবী' "আবু ইসহাক নসফী"। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে হযরত আলীর সঙ্গে মিলাইতে পারেন নাই; আর শেষ বয়সে তিনি তাঁহার হাদীসের বর্ণনায় গোলমাল করিয়া ফেলিতেন!"

(মুকদ্দমা ইবনে খুলদুন ও হুজাজুল কেরামা)

অতএব এই হাদীসের উপরও নির্ভর করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার উপায় নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সমস্ত হাদীসে ইমাম মাহদী বা প্রতিশ্রুত মসীহর কোন কথাই নাই, অথচ সেই হাদীসগুলি সহী কিনা এ সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে, যে সমস্ত হাদীসের উপর নিশ্চিত হইয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই রকম হাদীসগুলিই প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিবার জন্য পেশ করিয়াছেন। এরূপ করার মত ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে? সত্যই কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন—

"الغريق يتشبث بالحشيش"

'ডুবিবার সময় লোকে তৃণ খণ্ডকেও আঁকড়াইয়া ধরে।" (ক্রমশঃ)

খন্দকার সালাহ্‌উদ্দীনের প্রয়াণে

আবদুল মতিন চৌধুরী

১। কোরআন তেলাওয়াত সুরের সুহৃদ বন্ধু সবাকার।
জামাতের এক পুণ্য-প্রদীপ সালাহুউদ্দীন খন্দকার।

২। "এস ফিরে" ডাক শুনে হায়, প্রদীপ নিভু নিভু
প্রভুর পানে রওয়ানা তড়িৎ ফিরে না তাকায় কভু!

৩। ইন্নালিল্লাহে ও-ইন্না ইলায়হে (ইলায়হে) রাজেউন"
নেক বান্দার নেক-আদর্শের ঝল্‌সা শতগুণ।

৪। নামায তাঁহার, রোযা তাঁহার জন্ম মরণ
জীবন সংগ্রাম সদাই ছিন্ন আখেরাতের স্মরণ।

৫। দশ শর্ত শিরোধার্য "বয়াতের" বন্ধনে
কারবালায় যেন জয়নাল্ আবেদীন ইসলামের ক্রন্দনে!

৬। বক্ষে বাঁধা ছিল তাঁহার তবলীগের 'বাদবান' *
জিহ্বাগ্রে ছুট্‌ত তুফান কোরআনের ফরমান।

৭। লঘু কথায় ছিল না তাঁর কোথাও কর্ণপাত
সত্যের সুর শ্রোতার প্রাণে করত বারিপাত।

৮। মৃত্যু নহে, উত্তরণ এই জীবন-সীমা-রেখা
আহ্‌মদীয়াতের বিশ্ব-বিজয় "বিজয় শতাব্দীর লেখা"!

৯। রূহানী বীর সালাহ্‌উদ্দীন দোয়ার রশ্মি ধরে
ধনের ভাণ্ডার রেখে গেছেন সন্তানদের তরে।

* বাদবান—নৌকায় পালা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বর্তমান সংখ্যার 'পাক্ষিক আহমদী' যথাসময়ে ছাপা হয়ে বিলির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। ইতোমধ্যে ২৯-১০-৯২ তারিখে সংঘটিত ন্যাক্কারজনক হামলায় সব কপি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই এ সংখ্যাকে পুনর্মুদ্রণ করে সম্মানিত পাঠকবর্গের হাতে পেশ করা হলো।

—পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১৯৯২-৯৩ সনের তালীম তরবীয়তি কর্মসূচী

তালীম ও তরবীয়তের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৯২-৯৩ সালের বাৎসরিক কর্ম-সূচী প্রদান করা হলো। বৎসরে দুইবার অর্থাৎ ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা আগষ্ট থেকে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে পরীক্ষার জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হলো। নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে কেন্দ্র হতে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। কর্ম-সূচী : সিলসিলার কিতাবসমূহ :

খোদ্দাম	মাস	আতফাল
খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)	নভেম্বর-ডিসেম্বর	খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)
তরবীয়তের গোড়ার কথা ও আহ্বান	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	তরবীয়তের গোড়ার কথা ও অমর জীবনের কিছু কথা
আহমদ চরিত, আহমদীয়াতের পয়গাম	মার্চ-এপ্রিল	ওফাতে ঈসা (আঃ)
কিশতিয়ে নূহ	মে-জুন	কিশতিয়ে নূহ
ইসলামী নীতি দর্শন	জুলাই-আগষ্ট	মহা সু-সংবাদ
জরুরতুল ইমাম	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	দেশে দেশে আহমদীয়াত

করণীয় কাজ ঃ নির্ধারিত কিতাবসমূহ খোদ্দাম, আতফাল যেন প্রত্যহ পড়েন ও নির্ধারিত মাসের শেষ সপ্তাহে সেমিনারের (প্রশ্নোত্তর আলোচনা) ব্যবস্থা করেন।

২। তবলীগি মসলা-মাসায়েল ঃ

খাতামান্নাবীঈন (আঃ) সম্বন্ধে তিনটি কুরআনের আয়াত অর্থসহ ঃ

ক) "ওয়ামাই ইউতিল্লাহা ওয়া রাসূলা ফা উলায়কা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলায়হিম মিনান্ নাবীঈনা ওয়াস সিদ্দীকীনা ওয়াশ্ শুহাদায়ে ওয়াস্ সালেহীন

অর্থাৎ এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রাসূলের আনুগত্য করবে তারাই ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবেন যাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীক-গণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। (সূরা নিসা, আয়াত ৭০)

খ) "আল্লাহু ইয়াসতাফি মিনাল মালায়েকাতে রাসূলাও ওয়া মিনান নাস"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ মনোনীত করে থাকেন রসূলগণকে ফিরিশ্তাগণের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে। (সূরা হাজ্জ, আয়াত : ৭৬)

গ) ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম।

অর্থাৎ এবং তাদের মধ্য হতে অন্য লোকের মধ্যে যারা এখনও তাদের সংগে মিলিত হয়নি। (সূরা আল্ জুমুআ, আয়াত ৪) এবং এ সম্বন্ধে বুখারী শরীফের কিতাবুত্ তফ-সীরে বর্ণিত হাদীস।

৩। খাতামান্নাবীঈন সম্বন্ধে তিনটি হাদীস অর্থসহ ঃ

ক) "ইন্নি আখেরুল আম্বিয়ায়ে ওয়া মাসজিদী হাযা আখেরুল মাসাজেদে"।

(মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ আমি আখেরী নবী এবং এই আমার মসজিদ আখেরী মসজিদ।

খ) "লায়সাবায়নি ওয়া বায়নাহু নবীউন ইন্নাহু নাযেলুন" (মুসলিম)

অর্থাৎ আমার ও তার মধ্যে কোন নবী নাই তিনি অবশ্যই নাযেল হবেন।

গ) "লাও আশা লাকানা সিদ্দীকান নাবীয়া" (ইবনে মাজা)

অর্থাৎ যদি (ইব্রাহীম) জীবিত থাকত তাহলে সিদ্দীক (সত্যবাদী) নবী হত।

৪। সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে তিনটি কুরআনের আয়াত অর্থসহ ঃ

ক) "ওয়া লাও তাকাও ওয়ালা আলায়না বা'যাল আকাবীল, লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামীন সুম্মা লাকাতানা মিনহুল ওয়াতীন" (সূরা আল হাকা, শেষাংশ)

অর্থাৎ সে যদি কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধরিতাম অতঃপর আমরা তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিতাম।

খ) "ফাকাদ লাবেসতু ফীকুম উমরাম মিন কাবলিহী আফালা তা'কেলুন"।

(সূরা ইউনুস, ১৭ আয়াত)

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ইতপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেক খাটাও না।

ঘ) আলেমুল গায়েবে ফালা ইউযহেরু আলা গায়বেহি আহাদান ইল্লা মানিরতাযা মির রাসূলিন (সূরা জিন্ন : ২৭, ২৮)

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। অতএব তিনি কাহারো নিকট অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না এমন রসূল ছাড়া যাহাকে তিনি মনোনীত করেন।

৫। সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে তিনটি হাদীস অর্থসহ ঃ

ক) "সুম্মা তাকুনু খেলাফাতুন আলা মিনহাযিত নবুওয়াত্"। (আহমদ, বায়হাকী)

অর্থাৎ তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

খ) "লাও কানাল ঈমানু ইনদাস সুরাইয়া লানালাহু রেজালুন আও রাজুলুন মিন হাউলায়ে।

অর্থাৎ ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলে গেলেও তাঁদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি উহা নামিয়ে আনবে।

(বোখারী)

গ) ইন্না লেমাহদীনা আয়াতায়নে লাম তাকুনা মুনযু খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ইয়ান কাসেফুল কামারু লেআওয়ালে লায়লাতিম মিন রামযানা ওয়া তানকাসেফুশ্

শামসু ফিন্ নিসফে মিনহু''। (দারকুতনী)

অর্থাৎ নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত কারও জন্য প্রদর্শিত হয় নাই। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হবে (সূর্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে।

(৬) ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তিনটি কুরআনের আয়াত অর্থসহ ঃ—

ক) ''ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল''। (আল-ইমরান : ১৪৫) অর্থাৎ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল একজন রসূল তাঁর পূর্বের সকল রসূল গত হয়ে গেছেন।

খ) ''মাল মাসীহুবনু মারইয়ামা ইল্লা রাসূলুন, কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল্ ওয়া উম্মুহু সিদ্দীকাতুন, কানা ইয়াকুলানেত্ তাআমা''। (আল মায়েদা : ৭৬)

অর্থাৎ মরিয়ম পুত্র মসীহ ছিল কেবল এক রসূল তার পূর্বে সকল রসূল গত হয়ে গেছে এবং তার মাতা একজন সত্যবাদিনী ছিল। তারা উভয়েই খাবার খেত (অর্থাৎ বর্তমানে খায় না)

গ) ''কুনতু আলায়হিম শাহিদাম মা দুমতু ফিহিম, ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানি কুনতা আনতার্ রাকিবা আলায়হিম'' (আল মায়েদা : ১১৮)

অর্থাৎ আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।

(৭) ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তিনটি হাদীস অর্থসহ ঃ—

ক) লাওকানা মূসা ওয়া ঈসা হাইয়ানে লামা ওয়াসেয়াহুমা ইল্লাত্ তেবাঈ। (ফতহুল বায়ান)
অর্থাৎ মূসা ও ঈসা জীবিত থাকলে তারা আমার অনুগমন করতে বাধ্য হতো।

খ) লাল মাহদীও ইল্লা ঈসাবনু মারয়ামা। (ইবনে মাজা)
অর্থাৎ মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অন্য কেহ নন।

গ) ইন্না ঈসাবনা মারয়ামা আশা মেয়াতিওঁ ওয়া ইসরীনা সানাতান (মুয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া)
অর্থাৎ নিশ্চয় ঈসা ইবনে মরিয়ম একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন।

করণীয় কাজ ঃ—সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তালীম তরবীয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা এবং খোদ্দাম আতফালকে নির্ধারিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলি ভালভাবে শিখানোর ব্যবস্থা করা।

৮) অর্থসহ নামায শিখানোর ব্যবস্থা করা (সব ধরণের)।
ইসলামী ইবাদত পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দোয়াসমূহ অর্থসহ শিখানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি।

করণীয় কাজ ঃ—সাপ্তাহিক তালীম তরবীয়তি ক্লাসে বিষয়গুলো শিখানো।

(৯) রচনা প্রতিযোগিতা :—(ক) খোদ্দাম—ইসলামের পুর্ণ জাগরণে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অবদান (২০০০ শব্দ)

(খ) আতফাল—হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ (১০০০ শব্দ)

করণীয় কাজ ঃ—উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর রচনা লিখার জন্য খোদ্দাম, আতফালকে উৎসাহিত করা।

স্থানীয় কায়েদ সাহেবের সত্যায়ন সহ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯৩ এর মধ্যে রচনা-গুলো কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন।

তরবীয়তের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

ক) প্রত্যেক খাদেম, তিফল যেন বিনা ব্যতিক্রমে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন ও সাধ্যানুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত বা-জামাত নামায যাতে পড়েন সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করছি।

খ) বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক খাদেম, তিফল যেন জুমুআর নামাযে উপস্থিত থাকেন ও খুতবা শুরুর আগেই যেন মসজিদে আগমন করেন সে ব্যাপারে নিগরানী করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

গ) মাসে কমপক্ষে একবার বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের প্রোগ্রাম করবেন। এ ব্যাপারে পূর্বেই জুমুআয় এলান দিয়ে দিবেন।

ঘ) বাদ ফজর কুরআন নাযেরা/অর্থসহ (যারা জানেন) অবশ্যই যাতে পড়ে এবং বাদ মাগরেব নির্ধারিত মাসিক কিতাবাদি ছাড়াও হুযুর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা, জামাতী বই পত্রসমূহ পড়ে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিবেন।

ঙ) সকল প্রকার বদ অভ্যাস থেকে খোদ্দাম, আতফালকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। বদ অভ্যাস যাদের আছে তাদের একটি তালিকা (গোপনীয়ভাবে) প্রণয়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র থেকে সার্কুলার দেয়া হবে।

চ) বৎসরে অন্ততঃ একবার স্থানীয়ভাবে সপ্তাহব্যাপী তালীম তরবীয়তি ক্লাস ও বাৎসরিক ইজতেমা করার জন্য চেষ্টা করবেন।

বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর বৎসরে দুইবার স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কেন্দ্রের নির্ধারিত তারিখ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে। খোদ্দাম, আতফাল যাতে বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিবেন ও খাতাগুলি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিবেন। যে সকল খাদেম, তিফল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করবেন তাদের তালিকা পাক্ষিক আহমদী ও আহ্বানে ছাপানো হবে এবং তাদেরকে কেন্দ্রীয় ইজতেমার সময় বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

শহীদুল ইসলাম
মোহ্তামীম তরবীয়ত

মোরা খোদ্দাম

মোহাম্মদ আমানুল্লাহ ফিরোজ

মোরা বিশ্ব জুড়িয়া ছড়ায়ে রয়েছি, নবীর (সাঃ) পতাকা হাতে,
মোরা দৃপ্ত গতিতে এগিয়ে চলেছি, রহিব না পশ্চাতে।
কোরআন-হাদীসের পথে আছি মোরা, মান্যকারীদের সাথে,
তৌহীদের বাণী বহিয়া চলেছি খোদার রজ্জু হাতে,
মোরা খোদ্দাম। যুগের মাহ্দীর কুসুমের কলি,
যাহা সত্য তাহা শুধু বলি,
চাহি মোরা আজ মিথ্যার অবসান;
আল্লাহ্র পথে সমর্পিত মোরা,
পাল্টাবো আজ জীবনের ধারা, আনিবারে কল্যাণ,
মোরা খোদ্দাম। রাতের আঁধারে চন্দ্র-তারকা,
আলো জ্বালি অন্ধকারে,
শান্তির বার্তা নিয়ে যাই মোরা মানুষের দ্বারে দ্বারে।
দুঃখীদের দুঃখ ঘুঁচাই আমরা হৃদয়ের আকুতি নিয়ে,
মানুষের প্রাণে মানুষেরে বাঁধি প্রীতি ভালবাসা সব দিয়ে,
মোরা খোদ্দাম। সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণা করি মোরা মানবের জয় গাই
সকল ধর্মের সকল নবীকে এ নীতির মাঝে পাই।
স্বেচ্ছায় মোরা সেবা করে ফিরি, প্রেম-প্রীতি দিয়ে পৃথিবীকে গড়ি,
সকলের মাঝে গড়িব আমরা বিশ্বব্যাপিয়া ঠাঁই।
ইমাম মাহ্দীর বাহিনী আমরা,
আল্লাহ্র হক আল্লাহ্কে আর বান্দার হক বান্দাকে দিয়া
পালন করিব দীন।
বিশ্বজুড়ে মোরা ঐক্য পতাকা করিব উড্ডীন
সকলের তরে নিজের জীবন করেছি সমর্পণ,
দুনিয়ার উপরে ধর্মকে ধরি, ধন-মান-প্রাণ উৎসর্গ করি
খোদারে সঁপেছি মন।
মোরা, শত্রুর সাথে করি কোলাকুলি শত্রুতা করি নাশ,
দোয়ার জোয়ারে ভাসাইয়া দেই দুঃখীদের হা-হুতাশ
মোরা ইসলামের বাণী বহি, সব কিছু যাই সহি,
চাইনা ভোগ-বিলাস।
অস্ত্র-যুদ্ধ প্রতিহত করে, যুক্তির দ্বারা বিজয়েরে ধরে
জীবনের দেই দাম
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, আমাদের হাতে সকলের তরে
আছে শুভ পরিণাম,
মোরা আহমদী, মোরা আল্লাহ্-রসুল আর মানুষের খোদ্দাম।

'আতফাল দিবস' পালিত

বিগত ৯ই অক্টোবর '৯২ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের আতফাল দিবস '৯২ অত্যন্ত প্রাণবন্ত পরিবেশে ঢাকায় উদ্‌যাপন করা হয়। বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপনের সূচনা হয়। সকালে 'দারুত তবলীগ' মাঠে আতফালদের মনোজ্ঞ মার্চপাষ্ট ও বিভিন্ন খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা ও মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে সংগঠনের মুরব্বী আতফাল মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান (নানা ভাই) ও সদর মজলিস খোঃ আঃ মোহতারম আব্দুল হাদী। পরে তাঁরা কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অতঃপর আতফালদের 'আতফাল দিবসের ব্যাজ' পরিয়ে দেন মোহতামীম আতফাল জনাব মুহাম্মদ সেলিম খান।

সকাল ৮-৩০ মিঃ এ নানা ভাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বার্ষিক আতফাল সম্মেলন '৯২। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জনাব সদর সাহেব। "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাল্যজীবনের" উপর মূল বক্তব্য রাখেন মোহতরম মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি ছোটদের আদর্শরূপে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন অনুসরণীয় দিক তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির ভাষণে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন, আতফালদের মধ্যে কিশোর, যুবক, ও আনসার তিনটি ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তিনি তাদের সম্ভাবনাময় সকল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে উন্নতির শিখরে আরোহণের মাধ্যমে মানবতার সেবক ও ইসলামী পুনর্জাগরণের বলিষ্ঠ সৈনিক হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি অভিভাবকগণকে এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ারও আহ্বান জানান।

সম্মেলনে গত বছরের বার্ষিক কার্যাবলীর রিপোর্ট পাঠ করা হয় ও তার ভিত্তিতে তিনটি মজলিসকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে ১৯৯২-৯৩ কার্যসালে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে মোহতামীম আতফাল সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আগামী দিনে ইসলামী বিজয়ে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা যারা নিজেদের দৃঢ় হাতে তুলে নিবেন তাদেরকে চারিত্রিক ও সাংগঠনিকভাবে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব বর্তেছে আমাদের স্কন্ধে। সেজন্য চাই আমাদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতা ও সুনির্দিষ্ট কর্ম অনুপ্রেরণা। আতফালদের

গড়ে তুলতে হবে সেই মহান উদ্দেশ্যে যেন তাদের আত্মগঠন ও আত্মোৎসর্গ ইসলামের শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষকে পুনর্বার ফুলে ফলে সুশোভিত করে।

সভাপতির ভাষণে জনাব নানা ভাই মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরে আতফালদের সেই অনুযায়ী তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। তিনি আতফাল দিবসে অভিভাবকগণের পরিপূর্ণ সাড়া প্রদানে অনীহা প্রকাশিত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। সম্মেলনে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

পরিশেষে মিষ্টি বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, প্রতিটি স্থানীয় মজলিসেও 'আতফাল দিবস' উদযাপনের কর্মসূচী শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে।

আতফাল রিপোর্টার

১৯৯২-৯৩ কার্য সালের জন্য গৃহীত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ঃ

১) সাধারণ ও তাজনিদ বিভাগ ঃ

১৯৯২-৯৩ কার্য সালের যথাযথ তাজনিদ বছরের প্রথমেই কেন্দ্রে পাঠানোর অনুরোধ করছি। আতফালুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলা কেন্দ্রীয় আমেলার আদলে গঠন করতে হবে। প্রত্যেক মাসে মজলিসে আমেলার অন্ততঃ একটি সভা ও একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করতে হবে। জামাত ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সকল অনুষ্ঠানে আতফালকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

২) তালীম ও তরবীয়ত বিভাগ ঃ

ক) প্রত্যেক মজলিসে দৈনিক বা সাপ্তাহিক তালীমি ক্লাসের আয়োজন করতে হবে এবং অবশ্যই তা চালু রাখতে হবে মোয়াল্লিম বা মোয়াল্লিম সাহেবের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় মুরব্বী আতফাল বা কায়েদ বা উপযুক্ত কেউ ক্লাস পরিচালনা করবেন।

খ) মাসের নির্ধারিত পুস্তক পাঠ ও আলোচনা নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে। মাস শেষে নির্ধারিত পুস্তকের উপর সেমিনার ও পরীক্ষা নিতে হবে। ফেব্রুয়ারী ও আগষ্টে কেন্দ্রের প্রেরিত প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা নিতে হবে।

গ) প্রত্যেক আতফালকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত করতে হবে। অর্থসহ নামায শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘ) প্রথমতঃ ইয়াস্‌সারনাল কুরআন ও দ্বিতীয়তঃ কুরআন মজীদ দেখে পড়ানোর ব্যবস্থা প্রতিটি স্থানীয় মজলিস চালু রাখবে।

ঙ) প্রত্যেক তিফলকে কুরআন মজীদের শেষ ১২টি সূরা, সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত ও সূরা জুমুয়া মুখস্ত করাতে হবে।

চ) আতফালকে 'পাক্ষিক আহ্‌মদী' এবং 'মাসিক আহ্বান' পড়ার উৎসাহ দান করতে হবে। পাক্ষিক আহমদী-এর ছোটদের পাতায় লিখা পাঠানো ও এর গ্রাহক করানোরও চেষ্টা করতে হবে।

ছ) মাসিক তাহাজ্জুদ প্রোগ্রামে আতফালদের যোগদান করাতে হবে।

জ) স্থানীয় পর্যায়ে সময় সময় প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক একটি ইজতেমা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করতে হবে।

৩) ইসলাহ ও তবলীগ বিভাগ ঃ

এ বছর প্রত্যেক আতফালকে—

ক) খতমে নবুওয়ত খ) মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ও গ) ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত তিনটি করে আয়াতে কুরআন ও তিনটি করে হাদীস ব্যাখ্যাসহ শিখতে হবে। তবলীগের উদ্দেশ্যে 'তবলীগি টিম' গঠন করে ফোল্ডার, বই পুস্তক বিলি করবে। তাদের বন্ধু, স্কুলের সহপাঠি ও প্রিয় শিক্ষকগণকে উত্তম আখলাক ও ব্যবহারের মাধ্যমে তবলীগ করবে। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ তিফলকে কেন্দ্রীয় মজলিস পুরস্কৃত করবে।

৪) অর্থ বিভাগ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদ ঃ

বাজেটে প্রত্যেক তিফলকে অন্তর্ভুক্ত করে তার কপি কেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর চাঁদা আদায় সপ্তাহ পালন করতে হবে। আতফাল যাতে খলীফাতুল মসীহ সালেস রাঃ)-এর তাহরীক অনুসারে ওয়াক্‌ফে জাদীদ স্কীমে অবশ্যই অংশ নেয় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে (প্রয়োজনে অভিভাবকগণের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে)।

৫) খেদমতে খালক বিভাগ ঃ

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান অসহায়কে সাহায্য করা, রোগীদের দেখাশোনা করানো, দুঃস্থদের সেবা দান, পথককে রাস্তা দেখিয়ে দেয়া, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি করাতে হবে।

৬) ওয়াকারে আমল বিভাগ ঃ

প্রতি মাসে অন্তত একবার ওয়াকারে আমল (স্বেচ্ছা-শ্রম)-এর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। রাস্তাঘাট ও গলি মেরামত, গর্ত ভরাট, সাঁকো তৈরী, বৃক্ষরোপণ, মজা-পুকুর ও কূপ পরিষ্কার ইত্যাদি কোন সুযোগ হাতছাড়া করবে না। এছাড়া মসজিদ ও এর আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। সকল কাজের রিপোর্ট (সম্ভব হলে সচিত্র) কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

৭) উমুরে তোলাবা বিভাগ ঃ

এলাকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আতফালদের ভর্তি করানো, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার লক্ষ্যে সারা বছর নিয়মিত রুটিন মতো পড়াশুনা, হাতের লেখা সুন্দর করা, ক্লাসে

নিয়মিত উপস্থিতি ও মনোযোগ প্রদান, রেডিও, টিভিতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও খবর শোনা, সংবাপত্র সাময়িকী পড়া ইত্যাদির ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি ও সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা করতে হবে। অমনোযোগী ছাত্রদের সঠিক পথ নির্দেশ দান করা ও বুক-ব্যাংক স্থাপন করে গরীব ছাত্রদের মধ্যে বই বিতরণ করতে হবে। কোন ভিফলই যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না থাকে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রোগ্রামে আতফালরা অংশ নিবেন। হুযুর (আই:)-এর নিকট সর্বদা দোয়া চেয়ে চিঠি প্রেরণে উৎসাহ যোগাবেন। বিশেষ পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের তালিকা কেন্দ্রে পাঠানোর অনুরোধ করছি।

৮) স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চ্চা বিভাগ ঃ

মজলিস বিভিন্ন মৌসুমে খেলাধুলার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিবে ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে। আতফালের মধ্যে ভোরে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃভ্রমণ, শরীর চর্চা প্রভৃতি অভ্যাস গড়ে তুলুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিনকে 'আতফাল দিবস' হিসেবে পালন করা হবে, এ ব্যাপারে কার্যসূচী যথাসময়ে জানানো হবে।

উপরোক্ত প্রোগ্রামকে সফলতা দানের জন্যে মজলিসের কর্মকর্তা, জামাতী কর্মকর্তা, মুরব্বী-মোয়াল্লেম এবং অভিভাবকদের সাহায্য সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

মুহাম্মদ সেলিম খান
মোহতামীম আতফাল
মজলিস আতফালুল আহমদীয়া

ইন্সপেক্টর মাল প্রয়োজন

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ-এর ইন্সপেক্টর মাল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী দের নিকট হইতে আগামী ৩১/১২/৯২ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা আই, এ/আই, কম ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ। বয়স ২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে।

বেতন স্কেল :—৯৫০—৩০—১১০০—৫০—১৭০০

এতদ্‌সহ মজলিসের প্রয়োজনে যাতায়াত খরচ ও মহার্ঘভাতা ইত্যাদি দেওয়া হইবে। হিসাব রক্ষণে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইবে।

সদর
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

সংবাদ

কাদিয়ানে আন্তর্জাতিক জামেয়া শুরু হচ্ছে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে লণ্ডন থেকে তবশীর অফিস জানিয়েছে যে, ১৯৯৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে কাদিয়ানে আন্তর্জাতিক জামেয়া আহমদীয়ার ক্লাস শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।। জামেয়ায় পড়তে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। যেহেতু ভিসা সম্পর্কিত কাজ কর্ম সম্পন্ন হতে অনেক সময় ব্যয় হয় তাই আবেদন পত্র ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মাধ্যমে ৩১-১২-৯২ তারিখের মধ্যে লণ্ডনস্থ এডিশনাল ওকীলুত তবশীরে পৌঁছুতে হবে।

দরখাস্তকারীকে নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণ করতে হবেঃ

১) দরখাস্তকারীকে একজন ওয়াক্‌ফ জিন্দেগী হতে হবে অথবা তাকে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের জন্য জীবন ওয়ক্‌ফ করতে হবে।

২) শারীরিক ও মানসিকভাবে তাকে সুস্থ হতে হবে।

৩) তাকে 'ও' অথবা এর সমপর্যায়ের পরীক্ষা পাশ হতে হবে। (এস, এস, সি বা মেট্রিক হলো 'ও'-এর সমপর্যায়ের পরীক্ষা)।

৪) তাকে কুরআন মজীদ পড়তে জানতে হবে।

৫) দরখাস্তকারী যদি এমন এক দেশের অধিবাসী হন যেখানে জামেয়া আছে, তাহলে তাকে অবশ্যই সে দেশের জামেয়া পাশ হতে হবে। (এ ধরণের দরখাস্তকারীর বেলায় বয়স সীমা হবে ২১ বছর)।

৬) তার বয়সসীমা হবে ১৭ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিল করা যেতে পারে।

৭) ন্যাশনাল আমীরকে দরখাস্তকারীর ওয়াক্‌ফ ও জামেয়ায় ভর্তি হওয়া সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হতে হবে।

৮) দরখাস্তের সাথে পাস সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপিসমূহ, তার সম্বন্ধে ন্যাশনাল আমীরের প্রতিবেদন এবং দরখাস্তকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো থাকতে হবে।

জামাতী নেযাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনসমূহ যেমন খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাকে চেষ্টা করতে হবে যেন বেশী বেশী যুবক তাদের জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করে এবং জামেয়াতে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।

আহমদী বার্তা

উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ মসজিদ 'বাইতুল ইসলাম'-এর শুভ উদ্বোধন

গত ১৭ই অক্টোবর, ১৯৯২ইং মেপল, টরেন্টো কানাডার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কানাডা কর্তৃক নির্মিত উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ মসজিদ 'বাইতুল ইসলাম'-এর শুভ উদ্বোধন করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কানাডা সরকারের মন্ত্রী মহোদয়গণসহ বহু সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য় আলহাজ্জ আহমদ তৌফীক চৌধুরী সাহেব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

আহমদী বার্তা

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌ তা'লার অশেষ ফযলে গত ২১-৯-৯২ইং তারিখে কুমিল্লার লাজনা ইমাই-ল্লাহর দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমা বিশেষ জাঁক-জমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমা সকাল ৮টা হতে বিকাল ৬টা পর্যন্ত চলে। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট মোহতারমা আমেনা আযীয সাহেবা। উক্ত ইজতেমায় ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহর সদর মোহতারমা মাসুদা সামাদ সাহেবা ও ঢাকা লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট আসিয়া খাতুন সাহেবা উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় যেমন, কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, দীনি মালুমাত (১ম ও ২য় পত্র) স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং খেলাধূলা। এতে লাজনা ও নাসেরাতের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল।

সমাপ্তি অধিবেশনে দায়ী ইলাল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন ঢাকা লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতারমা সদর সাহেবা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি নাহিদা বেগম নাহিদ। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতারমা সদর সাহেবা।

সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি

আমীরের অনুমোদন

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমীর হিসেবে জনাব আবু মিয়া খন্দকারের নির্বাচনে অনুমোদন দান করেছেন, আল-হামদুলিল্লাহ। তিনি যাতে নিষ্ঠার সাথে তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আহমদী বার্তা

বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর ১৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার খাস ফযলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং আধ্যাত্মিকতা ও রূহানী পরিবেশে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ধনতান্ত্রিক দেশ জার্মানীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ১৭তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১, ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্নিকটে নাসেরবাগস্থ বিশাল প্যাণ্ডেলে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন বর্ণের চৌদ্দ হাজার আহমদী এই জলসায় যোগদান করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। শুক্রবার জুমুআর খুতবায় হুযুর (আইঃ) নামাযের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বিকাল ২-৩০ মিঃ হাজার হাজার কণ্ঠের গগন বিদারী নারায়ে তকবীর আল্লাহুআকবর, খাতামান্ নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জিন্দাবাদ, আহমদীয়াত জিন্দাবাদ, মানবতা জিন্দাবাদ, ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে জলসাগাহ। মহান খলীফা ষ্টেজে আসন গ্রহণ করেন। পবিত্র তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠের পরে হুযুর (আইঃ) উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। হুযুর জার্মানীতে বসবাসরত আহমদীদেরকে জার্মান ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে আহমদীয়াত তথা ইসলাম গ্রহণকারী প্রায় সহস্রাধিক জার্মান আহমদীকে জার্মান জাতিকে সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য বলেন। জার্মান জাতি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র বিশ্বে এক রূহানী বিপ্লব ঘটবে সে বিপ্লবে গোটা বিশ্ব হতবাক হবে এবং তাই হবে ইনশাল্লাহ। জলসার দ্বিতীয় দিনে হুযুর (আইঃ) প্রায় ৫ শতাধিক বিভিন্ন দেশের জেরে তবলীগ পুরুষ ও মহিলাদের প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এতে জার্মান, আরবী, ফ্রান্স, ইংরেজী, তার্কিস, কুর্দিশ ইত্যাদি ভাষায় প্রশ্ন হচ্ছিল। হুযুর (আইঃ) অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী ইংরেজীতে উত্তর দিচ্ছিলেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে ১৬জন লোক হুযুরের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। জলসার দ্বিতীয় দিনে দু'টি অধিবেশনের সকালের অধিবেশনে লাজনাদের জন্য (আহমদী মহিলা) পৃথকভাবে নির্মিত বিশাল প্যাণ্ডেলে মুহুর্মুহু শ্লোগানের মধ্যে প্রিয় ইমাম হুযুর (আইঃ) লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে বিশ্বে বর্তমান সময়ে ইসলাম প্রচারে বিভিন্ন দেশের আহমদী মহিলাদের ত্যাগ তিতিক্ষার বহু ঘটনা উল্লেখ করেন। এতে বাংলা-দেশের আহমদী মহিলাদের ত্যাগ ও তবলীগের ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথারও উল্লেখ করেন।

পুরুষদের অধিবেশনে সুইজারল্যাণ্ডের আমীর বাশারাত আহমদ মাহমুদ, মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবা (রাঃ)-এর জীবনী, ডঃ মোহাম্মদ জালাল শামস্, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিবাহিত জীবনের উপর আলোচনা করেন। বিকালের অধিবেশনে আল্লাহু-

তা'লার অস্তিত্ব, ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন, তুরস্কে আহমদীয়াত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন আতাউল মুজিব রাশেদ, ইমাম লণ্ডন মসজিদ হাফেয মোযাফফর আহমদ, অধ্যাপক জামেয়া আহমদীয়া, রাশেদ আহমদ, ইনচার্জ, তুরস্ক।

জলসার তৃতীয় দিনের সকালের অধিবেশনে খেলাফতের কল্যাণ, দাওয়াতে ইলাল্লাহ তরবীয়তে আওলাদ, ঘানায় আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা, আহমদীয়াত গ্রহণের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে ভাষণ দান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব ডাঃ আবদুল গফ্‌ফার, হেদায়েতুল্লাহ্‌ হাবস (জার্মানীর বিশিষ্ট আহমদী), আবদুল্লাহ ওয়াগিসওয়ার, ন্যাশনাল আমীর জার্মানী (ইনিও জার্মান), হাকিম আদম কোমিন্‌শা (ঘানার অধিবাসী) এবং জার্মানীর অধিবাসী কয়েকজন আহমদী। ২-৩০ মিঃ সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। মুহুর্মুহু শ্লোগানে হযরত আমীরুল মুমেনীন ষ্টেজে আসন গ্রহণ করেন। এক বড় বিশাল প্যাণ্ডেল লোকে লোকারণ্য। স্থান সংকুলানের অভাবে বহু লোক প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে হুযূরের ভাষণ শুনতে অপেক্ষা করছিল। তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযূর সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

হুযূর (আইঃ) সমবেত আহমদী ও জেরে তবলীগ বিভিন্ন দেশের মেহমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ও জলসার কামিয়াবীর জন্য মহান আল্লাহতা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। হুযূর আইঃ) জার্মানীর কেন্দ্র নাসেরবাগস্থ পূর্বের পুরাতন বিল্ডিং পুড়ে যাওয়ায় সেখানে সম্পূর্ণ নতুনভাবে একটি পূর্ণাংগ মসজিদ এবং হুযূরের বাসস্থানসহ অফিস কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ-তা'লার নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য যে, এত বড় কমপ্লেক্সটির নির্মাণ কাজ কয়েকশ' আহমদী (আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল) প্রায় এক বছর দিনরাত ওয়াকারে আমলের দ্বারা (স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে) সম্পন্ন করেন। হুযূর ওয়াকারে আমলকারীদেরকে জিন্নাতুল আরয ও জিন্নাতুস্‌ সামায়ের সাথে তুলনা করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রায় ২ সপ্তাহ বাংলাদেশের ৪ জন আহমদীও একাজে অংশ গ্রহণের তৌফীক লাভ করে। হুযূর (আইঃ) তাঁর ভাষণে জার্মানীর জামাতের সকল সদস্যকে তবলীগের ক্ষেত্রে নিজেদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান। হুযূর (আইঃ) এ প্রসংগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীয়াতের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা দেন। হুযূর (আইঃ) বাংলাদেশের এক মসজিদের ইমামের আহমদীয়াত গ্রহণ এবং তার ফলে বিরোধিতার সম্মুখীন ও ইস্তেকামতের নমুনার কথাও উল্লেখ করেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পূর্বে যেখানে বছরে ১/২ হাজার বয়াত করতো এখন সেখানে বছরে ৫০-৬০ হাজারেরও উর্ধ্বে বয়াত করা শুরু হয়েছে। হুযূর (আইঃ) আশা প্রকাশ করেন যে, ভালবাসা ও সেবার মনোভাব নিয়ে এবং দোয়ার মাধ্যমে যদি কেউ তবলীগ করে আল্লাহতা'লা অবশ্য অবশ্যই তার প্রচেষ্টার ফল দান করবেন। হুযূরের (আইঃ) ভাষণ শেষে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য যে, এ বছর জলসায় সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ৪ জন আহমদী যোগদান করেন। এরা হলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল, মোহাম্মদ আবদুর রব, বশিরুল হাসান সিরাজী ও সিরাজুল ইসলাম। জলসায় প্রায় ৩ সহস্রাধিক ব্যক্তি গাড়ী নিয়ে এসেছিল। এছাড়া জামাতের নিজস্ব খরচে ২৫টি মাইক্রোবাস দিন রাত যোগদানকারীদের সেবায় নিয়োজিত ছিল।

জার্মানী হতে
মোহাম্মদ আবদুল জলিল

সালামকে সেলাম

"৭৯ সালের অক্টোবরে লণ্ডনের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন ডঃ আবদুস সালাম। একটা ফোন এল। জানানো হল, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পদার্থ বিদ্যায়। এই প্রথম একজন মুসলমান ও পাকিস্তানি নোবেল পাচ্ছেন। সালাম সোজা মসজিদে চলে গেলেন। বসলেন নামাজ-ই-শুকরানায়। ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রার্থনা। এরপরই ইত্তকাফ—মৌন। একান্তে, একার প্রার্থনা, যা রমজান মাসের শেষ দশদিন হয়ে থাকে। আজীবন (নোবেল পাবার সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৩) সালাম খাঁটি মুসলমান পাক্কা পাঁচবারের নামাজি। সালামের সমস্ত সত্তা ছিল পাকিস্তানময়। পুরস্কারের বিপুল অর্থ—৬৬ হাজার মার্কিন ডলার তিনি দান করে দেন পাকিস্তানে বিজ্ঞানের উন্নয়নে। মোল্লাতন্ত্র এবং তাদের অসামাজিক দোসররা সালামের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছেড়েছিল। নীতির বালাই না রাখা জুলফিকার আলী ভুট্টোও ছিলেন ঐ দলে। এরাই আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার কলকাঠি নেড়েছিলেন। আহমদিয়াদের অমুসলমান ঘোষণা করা হল। ডঃ আবদুস সালাম ছিলেন আহমদিয়া মুসলমান। ঝঙ এর এক গরীব স্কুল শিক্ষকের নটি ছেলেমেয়ের একজন সালাম। গোটা পরিবারের মস্তিষ্ক সালামই পেয়েছিলেন। ১২ বছরে মেট্রিক পাশ করেন। পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে প্রথম হয়ে বি এ, এম. এ-তেও প্রথম। পেয়ে যান কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজের মেধাবৃত্তি। ঐখানেই দুনিয়ার অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী সালামের নাম ছড়িয়ে পড়া শুরু। পাকিস্তানে ফিরে লাহোরের সরকারী কলেজে লেকচারারের চাকরি পেলেন। এরা সালামের প্রতিভা টিকেই চিনতে পারেনি। আণ্ডার গ্রেজুয়েটদের পদার্থ বিদ্যা আর অংক পড়াতে হত তাঁকে। দেখতে বলা হল কলেজের ফুটবল দলটাকেও। বিজ্ঞান বাতাসে শ্বাস নেবার জন্য ডঃ হোমি জাহাঙ্গির ভাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এলেন বোম্বাইয়ের এক আলোচনাচক্রে। ফিরে যেতেই চার্জশিট। বিনা অনুমতিতে বিদেশ যাবার দায়ে। চাকরি থেকে বরখাস্তই হতেন সময়মত শিক্ষা অধিকর্তা হস্তক্ষেপ করে বাঁচিয়ে দেন। ততদিন আহমদিয়া বিরোধী দাঙ্গার রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে কেমব্রিজ ফিরে গেলেন সালাম। কেমব্রিজ থেকে ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স। গোটা বিশ্বে তাঁর গবেষণার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। আহমদিয়াদের প্রতি বিদ্বেষ বৈষম্য সত্ত্বেও অনুগত পাকিস্তানিই ছিলেন সালাম। আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ও জেনারেল জিয়া উল হকের মত একনায়করাও তাকে সম্মান দেখিয়েছেন। দেওয়া হয় নিশান-ই-ইমতিয়াজ কিন্তু ভুট্টোর মত কেউ কেউ পেছনে লেগেছেন। নোবেল পুরস্কার নেবার আগে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন আবার দস্তুরমাফক পাকিস্তানী পোশাক পরে পুরস্কার নিতে গিয়ে ছিলেন। কুলাহ আর পাগড়ী, কালো শেরওয়ানী সাদা সালোয়ারের সঙ্গে ঝকে তৈরী জুতিয়া। ইউনেস্কোর মহাধিকর্তার পদে তাঁরই বসার কথা পাকিস্তান সরকার পাঠাল সাহেবজাদ ইয়াকুব খানকে। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের সমর্থনে ইতালি সরকার সালামকে তাদের প্রার্থী করতে চাইল। সালাম এক পাকিস্তানি ভাইয়ের সঙ্গে লড়তে চাইলেন না। সাহেবজাদা হেরে গেলেন। ট্রায়েস্টে এখন কাজ করছেন সালাম। শরীর খুব খারাপ। তাঁর জীবনী লিখেছেন ভারতীয় শিখ—ডঃ জগজিৎ সিং। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কলিঙ্গ পুরস্কারের প্রথম ভারতীয় প্রাপক। আবদুস সালাম একটি জীবনী (পেঙ্গুইন)। বইটি জীবনী আর বিজ্ঞানের চমৎকার মিশেল। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বও একেবারে অবুঝের মুঠোয়! বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে বইটা অবশ্যই পাঠ্য। কিন্তু সালামের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছু নেই কেন? এটাই অপূর্ণতা। ঘটনা হল সালামের এক পাকিস্তানি স্ত্রী ও সন্তান আছেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এক বিশিষ্ট ইংরেজ মহিলা বিজ্ঞানী। এর দুটি ছেলেমেয়ে। এই মহিলা রয়্যাল সোসাইটির ফেলো।" (দৈনিক আজকাল, কলিকাতা এর ১৫-৮-৯২ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে। 'খুচরো ও টুকরো' শিরোনামে লিখেছেন খুশবন্ত সিং)

সম্পাদকীয় ঃ

অন্যায় আবদার

পত্রিকান্তরে জানা গেল, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকার্‌রমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের নিকট এই মর্মে একখানা স্মারকলিপি দিয়েছেন যেন কাদিয়ানীদেরকে সরকার কর্তৃক অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হয়। মাওলানা ওবায়দুল হক একজন বিশিষ্ট আলেম। তাঁকে বিনীতভাবে যদি কেউ প্রশ্ন করে, কুরআন, হাদীস এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের মধ্যে কোথাও এ ধরণের বিধান আছে কি যে, জাতীয় সংসদ কারও ঈমান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে অথবা যদি তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করে আঁ-হযরত (সাঃ) কি মুসলমান বানাতে এসেছিলেন না অমুসলমান? তাহলে তিনি কি জবাব দেবেন। অমুসলমান বানানোর যদি কোন বিধান থেকে থাকে তাহলে এ বিধানও অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয় যার ফলে কোন অমুসলমানকেও মুসলমান হিসেবে জাতীয় সংসদ চিহ্নিত করতে পারে। অবশ্যই এ ধরণের কোন বিধান ইসলামে নেই আর কেউ তা দেখাতেও পারবে না। সুতরাং এটা যে মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবদের অন্যায় আবদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে কোন কোন সচেতন ইসলামী সংগঠন এই আবদারকে অ-ইসলামি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেছেন। ইহা শুভ লক্ষণ ও প্রশংসার যোগ্য।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এসব মৌলবী মাওলানারা জামা'তের বিরোধিতা করে আসছেন আর কুফরী ফতওয়া দিয়ে আসছেন। মাওলানাদের ফতওয়ায় যদি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কাফের বা অমুসলমান না হয়ে থাকে তাহলে কোন জাতীয় সংসদ তাদেরকে অমুসলমান বানাতে পারবেন না। অবশ্য ন্যায়-নীতির মাথা খেয়ে যদি এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে কেয়ামতের দিন অবশ্যই সংশ্লিষ্টরা প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবেন। আহ্‌মদীগণ অতীতেও মুসলমান ছিলেন এখনও আছেন আর ভবিষ্যতেও ইনশাল্লাহ্‌ মুসলমানই থাকবেন।

ফলেন পরিচয়তে অর্থাৎ ফল দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় লাভ হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর সৃষ্টি লগ্ন থেকে নিজেরা খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আর তাঁর জীবনাদর্শে নিজেদেরকে আলোকিত করায় চেষ্টায় নিয়োজিত। তারা সারা দুনিয়ার প্রায় ৫০০ কোটি মানুষকেও ইসলামের ছায়াতলে আনার জন্যে জেদ্দো জোহদে রত। এটা কোন কাকতালীয় কথা নয় বাস্তব সত্য। দুনিয়ার খবর যারা রাখেন তাদের এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ নিজেদের আয়ের একটা অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৬০টি ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ করেছে। অচিরেই ১০০ ভাষায় তা বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে সেখান থেকে তৌহীদের কলেমা ঘোষণা করছে তারা। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। লক্ষ্য তাদের একমাত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসার।

(অবশিষ্টাংশ সূচীপত্রের নীচে দেখুন)

31st October, 1992 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury